পিটারপারলির আখ্যায়িকা।

প্রথম ভাগ।

ইউরোপ খণ্ডের সাধারণ বিবরণ,

দেশবাসীদিগের রীতিনীতি

এবং

সাধারণ ঘটনাবলী সহিত

হেয়ার বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

শ্রীলালগোপাল গোস্বামি

দ্বারা

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

—ঃ০ঃ—

ভবানীপুর।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩৩

মূল্য ।/০ আনা।

THIS

TRANSLATION

IS

DEDICATED TO MY FRIENDS

RISHIBARA MUKERJEE

AND

NANDA LAL HALDAR

AS A MARK OF CONGRATULATION

FOR THEIR SUCCESS

IN

ENGLAND

BY THE

AUTHOR

CALCUTTA

1ST DECEMBER

1876.

সূচী পত্র।

সূচী পত্র।

উপক্রমণিকা।

হে বালকগণ! তোমরা পিটার পারলির ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তোমাদের পিটার পারলির নিজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব তাহার অতি সংক্ষেপ বৃত্তান্ত লিখিতেছি।

যদি তোমরা জাহাজে আরোহণ করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হও, তাহা হইলে একটী মহাদেশ তোমদিগের সম্মুখীন হইবে, তাহার নাম আমেরিকা। আমেরিকা ইংলণ্ডের তিন সহস্র মাইল অন্তর এবং ষ্টীমার দ্বারা ইংলণ্ডে যাইতে একাদশ দিবস অতিবাহিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান নামে এক জাতি অমেরিকার আদিম অধিবাসী ছিল। ইহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল এবং ইহারা সমস্ত আমেরিকায় বিস্তৃত হইয়া বাস করিত। ইণ্ডিয়ানেরা অসভ্য অবস্থায় কাল যাপন করিত, এবং বন্য পশু শিকার ইহাদিগের প্রধান উপজীবিকা ছিল। এক্ষণে সেই আমে

রিকায় অসংখ্য শ্বেতবর্ণ পুরুষ দেখা যায়; অধুনা ইহারাই আমেরিকান নামে খ্যাত। তোমরা যদি আমেরিকায় গমন কর, তাহা হইলে দেখিবে, এক্ষণে সেই অসভ্য দেশে কত শত সুন্দর নগর স্থাপিত হইয়াছে। নিউ-ইয়র্ক নগর ইংলণ্ডস্থ লিভারপুল নগরের ন্যায় সুদৃশ্য। বোষ্টন নগর,—এই নগরের চতুর্দ্দিক জলে বেষ্টিত এবং এই নগরের অধিবাসীর সংখ্যাও অধিক।

এই বোষ্টন নগরেই পিটার পারলি বাস করিতেন। সহরের উত্তর সীমার প্রান্ত ভাগে পিটরের বাসস্থান ছিল। বালক বালিকারা গল্প শুনিবার নিমিত্ত তাঁহার বাটীতে গমন করিত, এবং তিনিও বালকবালিকাগণে পরি-বেষ্টিত হইয়া অতি অদ্ভুত গল্প করিতে আরম্ভ করিতেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিলে তোমরা জানিতে পারিবে, যে তিনি এক জন বিখ্যাত পর্য্যটক ছিলেন, এবং তিনি তাঁহার জন্মভূমি আমেরিকা ব্যতীত ইউ-রোপ, আসিয়া আফরিকা প্রভৃতি অপরাপর বৃহৎ বৃহৎ দেশ ও দ্বীপ ভ্রমণ করিয়াছেন।

পিটার পারলির ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বালকেরা কেবল যে গল্পের আমোদ অনুভব করিবে তাহা নহে। ইহা

দ্বারা ভূগোল, ইতিহাস, প্রত্যেক দেশের আচার ব্যবহার এবং সকল দেশের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী, ও মহানুভব ব্যক্তিদিগের জীবন বৃত্তান্ত বিষয়েও বালকদিগের জ্ঞান জন্মিবে অতএব হে বালক বালিকাগণ, তোমরা মনোনিবেশ পূর্ব্বক পিটার পারলির ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও গল্প পাঠ করিও।

—:০:—

পিটার পারলির ইউরোপ ভ্রমণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার নাম পিটার পারলি। আমি বয়সে বৃদ্ধ, এবং আমার একখানি পা ভাঙ্গা। আমি অনেক দেখিয়াছি ও অনেক শুনিয়াছি, এবং সেই বৃত্তান্তগুলি গল্প করিতে ভাল বাসি। বালকেরা স্বভাবতঃ গল্প শুনিতে ভাল বাসে, এই নিমিত্ত আমাকে দেখিতে পাইলেই তাহারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিয়া বসে, এবং আমিও তাহাদিগকে অবসর ক্রমে আপন ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করি। এক্ষণে আমার ইউরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বোধ হয় তোমরা সকলেই ইউরোপের নাম শুনিয়াছ। ভূচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবে যে, যে দেশের উত্তর সীমায় উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ সীমায় ভূমধ্য সাগর, পূর্ব্ব সীমায় আসিয়াস্থিত রুসিয়া ও

পশ্চিম সীমায় আটলাণ্টিক মহাসাগর, জর্ম্মণ সমুদ্র ও ইংলিস প্রণালী তাহাকেই ইউরোপ কহে।

ইউরোপ অতি বিস্তৃত দেশ, এবং পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা ইহার অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। কিন্তু অতি বিস্তৃত হইলেও বিস্তার আফ্রিকা দেশের তিন ভাগের এক ভাগ। কেবল অধিবাসীর সংখ্যা আফ্রিকা অপেক্ষা চারি গুণ, এবং আমেরিকা অপেক্ষা ছয় গুণ অধিক। ইউরোপের সকল স্থানেই বৃহৎ বৃহৎ নগর, ধর্ম্মালয়, মনোহর রাজ ভবন, এবং প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই দেশ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক রাজ্যের অধিবাসীর আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি, ভাষা ও পরিচ্ছদাদি বিভিন্ন।

ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ডবাসীদিগের ভাষা ইংরাজী। এতদ্ব্যতীত, আমেরিকান, আইরিস এবং স্কচ্ দিগের ভাষাও ইংরাজী, তবে কেবল উচ্চারণের কিছু ইতর বিশেষ আছে। আয়ারলণ্ড বাসীরা ইংরাজ শাসনের অধীন। ইংরাজ ব্যতীত ইউরোপের ফ্রেঞ্চ্ দেশবাসীদিগকে ফরাসী, হলণ্ডের অধিবাসীদিগকে ওলন্দাজ, ডেনমার্কের অধিবাসীদি-

গকে ডেন, রুশিয়ার অধিবাসীদিগকে রুশিয়ান, হঙ্গেরীর অধিবাসীদিগকে হঙ্গেরীয়ান, তুরুস্কের অধিবাসীদিগকে টর্ক গ্রীসের অধিবাসীদিগকে গ্রীক্, ইটালির অধিবাসীদিগকে ইটালিয়ান, স্পেনের অধিবাসীদিগকে স্পানিয়ার্ড, এবং পর্টুগাল দেশবাসীদিগকে পোর্টুগিস্ কহে।

জর্ম্মণী রাজ্য অনেক ভাগে বিভক্ত। তাহার মধ্যে অষ্ট্রীয়া, প্রসিয়া, সাক্সনী, এবং সুইজর্লণ্ড প্রধান। এই সমস্ত দেশের বিবরণ ক্রমে ক্রমে বলা যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইউরোপের উত্তর সীমা স্থিত দেশ, অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন্, ডেন্মার্ক, ল্যাপ্লাণ্ড, এবং রুসিয়ার উত্তর সীমা, অতিশয় শীতল। বিশেষতঃ শীতকালে এই সকল দেশে ভয়ঙ্কর শীতের প্রাদুর্ভাব হয়। এ দেশবাসীরা শীতকালে, পশম এবং পশুর ছাল বস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে।

সুইডেনের অধিবাসীরা অতি দরিদ্র, কিন্তু সরল এবং সৎপথাবলম্বী। সুইস্ দিগকে দেখিলেই অতি আমোদ-প্রিয় এবং সন্তোষী বলিয়া বোধ হয়। রুসিয়া এত দূর

পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে ইহার উত্তর সীমা স্থিত দেশ সকল কানাডার ন্যায় শীতল, এবং দক্ষিণ সীমা সেই পরিমাণে উষ্ণ। রুসিয়ার অধিবাসীরা সচরাচর মূর্খ এবং নির্ব্বোধ। এদেশের বড়লোক ও ধনবান ব্যতীত, সকলেই ক্রীতদাসভাবাপন্ন।

প্রসিয়া দেশ রুসিয়ার সহিত সংযুক্ত; কিন্তু অধিবাসীরা সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন। প্রসিয়ানেরা জর্ম্মান্ কিম্বা ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহারা অতিশয় যুদ্ধপ্রিয়। জর্ম্মনির উৎকৃষ্ট ভাগ এবং সমগ্র হঙ্গেরী, অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের অধীনস্থ। অষ্ট্রীয়ানেরা সচরাচর পরিশ্রমীএবং আমোদী।

ইউরোপের মধ্যবর্ত্তী আল্পস্ পর্ব্বতশ্রেণী, ইউরোপের উত্তর সীমা এবং জার্ম্মনিকে বিভাগ করিতেছে। আল্পস্ পর্ব্বতের শিখর দেশে যে দেশ স্থাপিত, তাহাকে সুইজর্লণ্ড কহে। এ দেশবাসীরা অতিশয় পরিশ্রমী এবং স্বদেশ প্রিয়। সুইজর্লণ্ডের বিপরীত দিকেই হলণ্ড দেশ। এই দেশের আর একটী নাম নেদারল্যাণ্ড। হলণ্ড এপ্রকার সমতল, যে এখানে একটীও পর্ব্বত দেখা যায় না। আর সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান সকল এ প্রকার নিম্ন যে সমুদ্রের জল হইতে দেশরক্ষার নিমিত্ত সমুদ্রতীর অতি

উচ্চ ভেড়ী (বৃহৎ মাটীর প্রাচীর) দ্বারা বেষ্টিত। এদেশে তাহাকে (Dikes) ডাইক্স কহে।

ইটালী দেশ অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। এদেশবাসী দিগকে পূর্ব্বে রোমান কহিত। এক্ষণে ইহাদিগকে ইটালী-য়ান্ কহে। ইটালী দেশবাসীরা অতি কুসংস্কারাবিষ্ট, এবং উগ্র স্বভাব সম্পন্ন। ইহাদিগের কল্পনাশক্তি অতি প্রবল। ইহারা অতিশয় সঙ্গীত ও কাব্যপ্রিয়, এবং চিত্র বিদ্যাতে প্রায় সকলেরই পারদর্শিতা দেখা যায়।

স্পেন ও পোর্টুগালবাসীরা প্রায় এক প্রকারের লোক। কিন্তু ইহাদিগের আচার ব্যবহার, এবং ভাষার ও কিছু বিভিন্নতা আছে। এই দুই দেশীয় লোকেরা পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকে। স্পানিয়ার্ড দিগের পোষাক নূতনবিধ। ইহারা বাটীর বাহিরে গমন করিবার সময় কোটের পরিবর্ত্তে এক প্রকার ছোট ক্লোক্ ব্যবহার করিয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত ইউরোপস্থিত যে সমস্ত জাতির বিষয় কথিত হইল, তাহারা সকলেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, এবং বাইবেলের মত গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তুরুষ্কবাসীরা তাহা নহে। এদেশ বাসীদিগকে টর্ক্ কহে। টর্কেরা মুসলমান, এবং কোরা-

ধের মতাবলম্বী। তুরুষ্ক দিগের আচার ব্যবহার পরিচ্ছদাদি এবং ভাষা, ইউরোপের অন্যান্য জাতি দিগের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী দিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকে।

গ্রীসদেশ তুরস্কের দক্ষিণ। এককালে গ্রীকেরা পৃথিবীর অতি প্রধান জাতির মধ্যে গণ্য ছিল। কালক্রমে তুরস্ক দিগের শাসনাধীন হয়, এবং অনেক দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার সহ্য করিয়াসম্প্রতি স্বাধীন হইয়াছে। গ্রীক দিগের বিশেষ বৃত্তান্ত পরে প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পারলির ইংলণ্ড গমন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি নাবিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইউরোপে গমন করিয়াছিলাম। আমি বোল্ড হিরো নামক জাহাজে নিযুক্ত হই, এবং বোষ্টন নগর হইতে ইউরোপ যাত্রা করি। কাপ্তেন ফিলিপ্ নামক এক ব্যক্তি আমাদিগের জাহাজের (কাপ্তেন) অধ্যক্ষ ছিলেন। কয়েক দিবসাবধি আমরা ক্রমাগতঃ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে

লাগিলাম। এই সময়ে আমাদিগের জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগরে ছিল। কিয়দ্দিবসের পর এক দিন সহসা ঝড় উঠিল। সমুদ্রে ঝড়ের সময় অবস্থান করা অসমসাহসীকের কার্য্য তাহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন।

ঝড় উঠিবামাত্র সাগরে মহা তরঙ্গ উপস্থিত হইল। সমুদ্রের জল প্রবল বেগে ঘুরিতে লাগিল, এবং তরঙ্গ প্রবাহে আমাদিগের জাহাজ আলোড়িত হইল। চতুর্দ্দিকে সঘন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল, এবং জাহাজস্থ সকলেই তটস্থ হইয়া রহিলেন। কাপ্তেন চীৎকার পূর্ব্বক নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। জাহাজের পাল সকল বায়ুবেগে ফাঁপিয়া উঠিল, এবং পরস্পরের সহিত আঘাত লাগিয়া পটপট শব্দ হইতে লাগিল। উত্তাল তরঙ্গবেগে জাহাজ একবার অত্যুচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, এবং অন্যবার প্রায় সাগরগর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে তরঙ্গের আঘাতে জাহাজের তক্তাগুলি একে একে ফাটিতে আরম্ভ হইল।

জাহাজস্থ সকলেই ভয়ে ম্রিয়মান হইলেন। প্রথমে আমি সমুদ্রের উপর একটী তুষার পর্ব্বত দেখিয়া ব্যাকুল হইলাম,

কারণ যদি সেই পর্ব্বত বায়ুবেগে আমাদিগের জাহাজের উপর পড়ে, তাহা হইলে জাহাজ খানি চূর্ণ হইয়া যাইবে।

যে সময়ে আমরা এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিত আছি, এমত কালে রাত্রি উপস্থিত হইল, এবং রাত্রি প্রভাত হইলে, পর দিবসে যে আর প্রাতঃকালের মুখ দেখিতে পাইব, তাহার কোন আশা রহিল না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যামিনী পোহাইল, এবং উষা উপস্থিত হইল। উঠিয়া দেখি, ঝড় থামিয়াছে, এবং তুষার পর্ব্বত অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে। আমরা কিয়দ্দূরে আগমন করিয়াই এক খানি ভগ্ন জাহাজ দেখিতে পাইলাম। আমরা ভগ্নাবশিষ্ট জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, কেবল তাহাতে একজন মাত্র লোক জীবিত আছে।

সেই ব্যক্তি আমাদিগের জাহাজ দেখিবামাত্র চীৎকার করিতে লাগিল, এবং হাত উঠাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু সে সময়েও তরঙ্গের অবস্থা এ প্রকার প্রবল, যে ভগ্নাবশেষ জাহাজের নিকটবর্ত্তী হওয়া দুরন্ত। অবশেষে আমরা অনেক আয়াসে তাহাকে আমাদিগের জাহাজে উঠাইয়া লইলাম।

ভগ্ন জাহাজে যে ব্যক্তি জীবিত ছিলেন, তিনি একজন ইটালিয়ান, এবং তাঁহার নাম লিও। আমি তাঁহাকে আমাদিগের জাহাজে উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে পরিশ্রম করিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তি আমাকেই প্রাণদাতা স্বরূপ জানিয়াছিলেন। লিও এক প্রকার ধাতুর লোক। আমার গল্পের অনেক স্থলেই লিওর বৃত্তান্ত কথিত হইবে। লিও সেই ভগ্ন জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন। তিনি ব্যতীত সকলেই জলমগ্ন হইয়াছিল।

আমরা লিওকে জাহাজে উঠাইয়া লইয়া অভীষ্ট দেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। বাতাস অনেক নিবৃত্ত হইল, জাহাজ স্থির ভাবে চলিতে লাগিল, এবং মেঘান্তরিত সূর্য্যতেজ প্রখর হইল। উত্তাল তরঙ্গময় সাগর ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইল। বস্তুতঃ সমুদ্র স্থির ভাব ধারণ করিলে যে প্রকার প্রীতিপ্রদ হয়, ঝড়ের সময় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

অবশেষে অনুকূল বায়ুবশে আমরা বোষ্টন্ হইতে ত্রিশ দিবসের পর ইংলণ্ডের উপকূল সমীপে উপনীত হইলাম। তোমরা ভূচিত্রে দেখিতে পাইবে, যে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের

মধ্যে যে অপ্রশস্ত জলভাগ আছে, তাহাকে ইংলিস চ্যানেল (খাত) কহে। আমরা ইংলিস খাতের মধ্য দিয়া টেম্‌স নদীর মুখে উপনীত হইলাম। টেম্‌স নদী ইংলণ্ডের সকল নদী অপেক্ষা দীর্ঘ। আমরা নদীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, যে শত সহস্র জাহাজ নদীর ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে।

এই প্রকারে টেমস্‌ নদী দিয়া লণ্ডন নগরে উপনীত হইলাম। লণ্ডন নগর ইংলণ্ডের কেন, পৃথিবীর মধ্যে একটী বৃহৎ এবং বিস্তৃত নগর। যে স্থানে আমাদিগের জাহাজ নোঙ্গর করিল, সে স্থলে এত জাহাজ ছিল যে তাহার মাস্তুলগুলি এক দৃশ্যে একটী বিস্তৃত অরণ্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অসংখ্য জাহাজ দেখিয়া আমি স্বগত কহিতে লাগিলাম, যে এই জাহাজ কত শত নদ নদী, সাগর উপসাগর, পার হইয়া, কত শত দেশ হইতে বাণিজ্য দ্রব্য বহন পূর্ব্বক ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে, এবং এদেশ হইতে কত প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া অন্য দেশে যাইবে। এই জাহাজ দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা, পৃথিবীর সভ্য অসভ্য প্রদেশে যাইয়া

ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ইংলণ্ড পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ!!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমেরিকার বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টীমোর, চারল্স টাউন, নিউইয়র্ক, এই পাঁচ নগরের বাটীর সংখ্যা এবং অধিবাসীর সংখ্যা লণ্ডন নগরের তুল্য। অর্থাৎ এই পাঁচটী নগর একত্রিত করিলে তবে, লণ্ডন নগরের সমান হয়। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে লণ্ডন নগর দেখিলে এক নগর সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখায়। (Black Frior's bridge) ব্লাক ফ্রায়ারস্ ব্রীজ হইতে সেণ্টপলস কেথিড্রেল প্রভৃতির দৃশ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। লণ্ডনের রাস্তাতে এত জনতা, যে কোন কোন সময়ে গমনাগমন দুষ্কর হইয়া উঠে। প্রায় সচরাচর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন আমেরিকার আদিম অধিবাসি লণ্ডনের লোকসংখ্যা গণিবার নিমিত্ত এক গাছি ছড়ি এবং এক খান ছুরি লইয়া বাটীর বাহির হইলেন।

তিনি কোন লোককে সম্মুখে দেখিলেই, ছুরি দ্বারা ছড়িতে এক একটী দাগ দিতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত ব্যক্তি দুই চারি পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, ছড়ীটি দাগে পরিপূর্ণ হইল। এবং তিনিও লোক সংখ্যায় নিরাশ হইয়া ছড়িটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

আমি লিওর সহিত নগর দর্শনে গমন করিলাম। লিও অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং একজন বিখ্যাত পর্য্যটক। তিনি ইতিপূর্ব্বে কিছু কাল লণ্ডনে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং এখানকার সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। আমরা প্রথমেই সেণ্টজেমস্ প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলাম। রাজা বৎসরের কিছু কাল এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। সেণ্টজেমস্ প্রাসাদের পর আমরা ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবি- দেখিতে গমন করিলাম। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবী একটী ধর্ম্মালয়, এবং অতি প্রাচীন কালের নির্ম্মিত। এই স্থানে ইংলণ্ডের বিখ্যাত লোকেরা সমাহিত হইতেন ও হইয়া থাকেন, এবং এই স্থানেই নূতন রাজা অতি সমৃদ্ধি সহকারে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবির পর আমরা উচ্চচূড় প্রাসাদ (tower) দেখিতে গমন করিলাম।

লণ্ডনের টাউয়ার এককালে কারাগার স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বকালে অনেক বন্দী এই স্থানে অতি নিষ্ঠুর উপায় দ্বারা হত হইত। এই স্থানে আমরা অনেক গুলি বন্য পশু আবদ্ধ দেখিতে পাইলাম। তাহার মধ্যে দুই একটী সিংহ, ও ব্যাঘ্র ছিল। কিন্তু এক্ষণে জন্তুগুলি স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত এই স্থানে পূর্ব্বতন রাজাদিগের ব্যবহৃত মণি মুক্তা দ্বারা খচিত, বহুমূল্য রাজ মুকুট, সাধারণের দর্শনার্থ স্থাপিত আছে। লণ্ডনের টাউয়ার সম্পর্কীয় একটী গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এডওয়ার্ড নামক এক রাজা ছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল; রিচার্ড নামে তাঁহার এক খুড়া ছিলেন। তিনি অতি অসৎ প্রকৃতির লোক। রিচার্ডের আর একটী নাম ক্রুক্ ব্যাক। রিচার্ড ক্রুকব্যাক্ রাজা হইবার মানসে এডওয়ার্ড ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরকে এই টাউয়ার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং কিছুকাল পরে, ইহাদিগের প্রাণ

বধ করিয়া আপনি তৃতীয় রিচার্ড নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের অধীশ্বর হন।

টাউয়ার দেখা হইলে আমরা এক বাগান দেখিতে গমন করিলাম। এই উদ্যানটী অতি মনোহর। চারি দিক্ বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ, এবং মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্জ, প্রস্ফুটিত পুষ্পের সহিত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে। এই উদ্যানে নগরের সকল লোকেই পদ চারণের নিমিত্ত আসিয়া থাকে, এবং এই স্থানে প্রায় সকল পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

লণ্ডন নগরে একটী পশ্বালয় আছে, এবং নানা দেশ হইতে অনেক বন্য ও গ্রাম্য পশু পক্ষী এই স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বৃক্ষাদিও এখানে অনেক।

সন্ধ্যার পর আমরা নাট্যশালায় গমন করিলাম। ইংরাজিতে ইহাকে (Theatre) থিয়েটার কহে। আমি যে সময়ে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলাম, তখন ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে এক জনরাজা রাজত্ব করিতেন। এক্ষণে ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের অধীশ্বরী। সে দিবস রাজাও সেই নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলেন।

এ স্থলে সৌভাগ্য ক্রমে আমাদিগের রাজদর্শন হইল। রাজার গাত্রাবরণের চতুর্দ্দিকে জরির কাজ করা, এবং বক্ষঃস্থলে হীরকের তারাকৃতি ধুক্ধুকী। রাজা নাট্যশালায় প্রবেশ করিবার সময় সকলকে অভিবাদন করিলেন, এবং সকলেই মহানন্দে করতালী দিলেন। অভিনয়ের পর কয়েক সহস্র লোক একত্রিত হইয়া সমস্বরে (God save the king) পরমেশ্বর রাজাকে রক্ষা কর, এই গানটী গাহিতে লাগিল।

নাট্যশালায় বসিবার অতি অল্পক্ষণ পরেই আমি সহসা পকেটে হাত দিয়া দেখি, যে আমার পকেটবুক নাই। তাহাতে কিছুটাকা ছিল। তাহার পরক্ষণেই চমকিত হইয়া দেখিলাম, যে আমার ঘড়ি এবং চেন্ নাই। ইহা নিশ্চয় যে কেহ অপহরণ করিয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া অপহরণ করিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। চোর এ প্রকার সতর্কতার সহিত চুরি করিয়াছিল, যে আমি কিছুই জানিতে পারি নাই, ও এই কারণে কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলাম না। কেবল প্রতিজ্ঞা করিলাম যে ভবিষ্যতে অতি সাবধান হইয়া চলিব। যদি তুমি কখন লণ্ডনে যাও,

তাহা হইলে পকেটস্থ দ্রব্য এবং ঘড়ি ও চেনের উপর সর্ব্বদা মন রাখিবে, ও সাবধান হইয়া চলিবে।

প্রায় মধ্যরাত্রে নাট্যশালা ভঙ্গ হইল। আমি এবং লিও উভয়ে নাট্যশালা পরিত্যাগ করিয়া বাসস্থানাভিমুখে চলিলাম। আমরা একটী অপ্রশস্ত গলির মধ্য দিয়া যাইতেছি, এমত সময়ে, এক দিক্ হইতে গোঁ গোঁ শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। শ্রবণমাত্র বোধ হইল যেন কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া এই শব্দ করিতেছে। আমরা উভয়ে শব্দ অনুসরণ করিয়া যাইতে ২ এক দ্বারে উপস্থিত হইলাম, এবং বিশেষ বোধ হইতে লাগিল যে শব্দ সেই বাটীর ভিতর হইতে আসিতেছে। আমরা সাহসে নির্ভর করিয়া দ্বারে করাঘাত করিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। তাহার পর অনন্যোপায় হইয়া সজোরে ধাক্কা দিবা মাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইলাম, এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে একটী ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি যে সেই ঘরে একটী মাত্র আলোক মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং অতি অপরিচ্ছন্ন এক বিছানাতে এক

স্ত্রীলোক মুমূর্ষু অবস্থায় শয়ন করিয়া আছে। স্ত্রীলোকটীর পার্শ্বদেশে দুইটী বালক। একটীর বয়স প্রায় ছয় বৎসর এবং আর একটীর কিছু অধিক। ছোট বালকটী নিদ্রিত ছিল, এবং জ্যেষ্ঠটী জাগরিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাঁদিতেছে, এবং এক এক বার তাহার মাতার চরমাবস্থার শীতল গণ্ডস্থল, জন্মের মত চুম্বন করিতেছে।

আমি এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া দ্রুতবেগে পথে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেহই উত্তর প্রদান করিল না। আমি প্রত্যেক দ্বারে করাঘাত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতেও কেহ অগ্রসর হইল না। অবশেষে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি যে স্ত্রীলোকটী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আমরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিলাম, এবং তৎপরে দেখি যে কয়েকজন দয়ালু প্রতিবেশী আগমন করিয়া তাহার সমাধি কার্য্য সমাধা করিলেন, এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক বালকদিগকে আশ্রয় দিলেন।

অবশেষে জ্ঞাত হইলাম স্ত্রীলোকটী আহারাভাবে

অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কি আশ্চর্য্য!!! পৃথিবীর মধ্যে মহাসমৃদ্ধশালী নগরেও লোকে আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করে। সমৃদ্ধশালী দেশমাত্রের অধিবাসীদিগের অধিক অর্থের আবশ্যক, ইহা আমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তোমরা যদি কখন ইংলণ্ডে যাও, তাহা হইলে অগ্রে অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিবে, নতুবা সেখানে মহাবিপদাপন্ন হইতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উইণ্ডসর কাসেল।

বোধ হয় তোমরা উইণ্ডসর কাসেলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া থাকিবে। ইহা লণ্ডন হইতে প্রায় দশ ক্রোশ অন্তর। এক্ষণে ইংলণ্ডের রাণী এই প্রাসাদেই বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত করেন। উইণ্ডসর কাসেল অতি প্রশস্ত হর্ম্ম্য। ইহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং তাহার চারি দিকেই ঘর। এই প্রাসাদটী এক পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত। প্রাসাদের মধ্যস্থলে রাজপতাকা উড্ডিয়া থাকে। দূর হইতে উইণ্ড-

সর কাসেল দেখিতে অতি মনোহর। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার উইণ্ডসর কাসেলের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত তাহার প্রত্যেক স্থান দেখিবার নিমিত্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইলাম।

আমরা উইণ্ডসর কাসেলে যাইবার কালে, এক সুদৃশ্য ভবনের নিকটবর্ত্তী হইলাম। সেই বাটীর চারি-দিকে ফুলের বাগান, এবং বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে সুশো-ভিত। আমি পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এটী কাহার বাসস্থান, সে উত্তর করিল, লর্ড পারসির। তৎপরে আর এক বাড়ী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম, সে ডিউক অব সমেক্সের বাটী। তাহার পর তৃতীয় বাটী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম, সেটি আরল্ অব্ হ্যারোবীর বাটী।

আমি আরল্, ডিউক, লর্ড কাহাকে কহে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে বিদেশী দেখিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক কহিলেন; ইংলণ্ডে কতকগুলি লোকের, ব্যারণ, ভাই-কাউণ্ট, আরল্, মারকুইস, এবং ডিউক এই সমস্ত

উপাধি আছে। তাহারা সকলেই লর্ড, এবং কোন কোন সময়ে জায়গীর পাইয়া জমিদারদিগের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। ইহারা সচরাচর সমৃদ্ধিশালী।

ক্রমাগত দুই ঘণ্টা শকটারোহণে গমন করিয়া আমরা উইণ্ডসর কাসেলে উপনীত হইলাম। এই সময়ে রাজা এই প্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং আমরা কয়েক মহল দেখিতে অনুমতি পাইয়াছিলাম। সকল মহলই উত্তমরূপে সুসজ্জিত। তাহার মধ্যে কয়েকটী গৃহে অতি উৎকৃষ্ট ছবি আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উইণ্ডসর কাসেলে সেণ্টজর্জ্জ নামে এক (গির্জ্জা) ধর্ম্মালয় আছে। আমি সেণ্টজর্জ দেখিতে গমন করিলাম। এই স্থানে ইংলণ্ডের কয়েকজন রাজা সমাহিত আছেন। দেখ অন্য লোকদিগের ন্যায় রাজারাও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান না। প্রিন্সেস্ সারলট্ও এই থানে সমাহিত হইয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অধীশ্বরী হইতেন।

প্রিন্সেস্ সারলটের দয়ার পরিচয় দিতেছি শ্রবণ কর। এক সময়ে একজন দরিদ্র লোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া বধ্যভূমিতে তাহার ফাঁসী হইবার উপক্রম হইতেছিল। তাহার বন্ধু বান্ধবেরা বিবেচনা করিল, যদি কোন ক্রমে সারলটের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে পারি, তাহা হইলে ইহার পরিত্রাণ হয়।

তাহারা এই স্থির করিয়া সারলটের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিল, সারলটও স্বভাবসুলভ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের উপকার সাধনে সম্মত হইলেন। সারলট পিতামহের নিকট গমন করিয়া তাঁহার পদতলে পড়িলেন, এবং কহিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না আপনি আমাকে বন্দীর জীবন ভিক্ষা দেন, সে অবধি আমি কোন ক্রমেই আপনার পদতল হইতে উঠিব না। সারলটের পিতামহ তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং দোষী ব্যক্তির অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। যে সময়ের কথা বলিলাম, তখন সারলটের বয়স দ্বাদশ বৎসর। সারলটের অকাল মৃত্যুতে সকলেই শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বিলাপ করিয়াছিলেন।

রাজারা যে ভবনে বাস করেন, ইংরাজিতে তাহাকে PALACE (প্যালেস্) কহে। রাজারা প্রায় পাঁচ কিম্বা আট ঘোড়ার গাড়িতে ভ্রমণ করেন, এবং রাজ্যের সকলেই রাজাকে সম্মান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে অনেকগুলি রাজা ছিলেন। তাহার মধ্যে কিয়দংশ ভাল এবং অধিকাংশই মন্দ। ইংলণ্ডের রাজাদিগের ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারিবে, তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলির বিবরণ অতি প্রীতিপ্রদ, কিন্তু অধিকাংশই জঘন্য চরিত্রের লোক ছিলেন। ইংরাজীতে রাণীকে Queen "কুইন" কহে।

তোমাদিগকে ইংলণ্ডের এক রাণীর বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মার্গারেটনাম্নী এক রাণী ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ হেন্‌রীর স্ত্রী, ষষ্ঠ হেনরী অতি দুর্ব্বল রাজা ছিলেন বলিয়া তাঁহার শক্রগণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করেন। রাজাকে আবদ্ধ করিয়াই শক্রগণ রাণীর উদ্দেশে ধাবমান হইল। কিন্তু মার্গারেট ইতিপূর্ব্বেই আপন শিশু সন্তানকে লইয়া নিকটস্থ এক অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং শক্রগণ ভগ্নমনোরথ হইয়াছিল।

এক দিবস মার্গারেট অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক দস্যুর সম্মুখে পতিত হন। দস্যু কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় তোমরা সকলেই জ্ঞাত আছ। দস্যুগণ সহায়শূন্য স্থানে অবস্থান করিয়া, মনুষ্যের প্রাণবিনাশ করতঃ অর্থ এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দস্যু মার্গারেটের সম্মুখীন হইয়া কহিল, তোমার নিকট যে সমস্ত অর্থ আছে আমাকে প্রদান কর। মার্গারেট উত্তর করিলেন আমি অর্থ কোথায় পাইব, আমি তোমার দেশের অর্থহীনা রাণী, এবং এই বালক তোমার রাজপুত্র। দস্যু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল, এবং জানু পাতিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। রাণী তাহাকে ক্ষমা করিলেন, এবং দস্যুও মার্গারেট্‌কে সঙ্গে করিয়া অরণ্যের বাহিরে পৌঁছাইয়া দিল।

ইংলণ্ডে মেরী নাম্নী আর এক রাণী ছিলেন, এদেশের অধিকাংশ লোকের সহিত তাঁহার ধর্ম্মসম্পর্কীয় মতের একতা ছিল না। মেরী প্রজাদিগকে স্বীয় মত গ্রহণ করাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। অবশেষে মেরী কুপিতা হইয়া প্রায় তিন শত

লোককে অগ্নিদগ্ধ করিয়া বধ করেন। হত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ এবং কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিলেন। এই ঘটনার নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে শোণিতশোষক মেরী কহিত। এই কালে ইংলণ্ডের ভদ্রলোকেরাও ধর্ম্মবিষয়ক বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের উপর অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমরা লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া দেখি, আমাদিগের জাহাজ বোল্‌ডহীরো লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া হলণ্ড গমনে উদ্যত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা ছিল, ইংলণ্ডে থাকিয়া আরও অনেক বিষয় দেখিব, কিন্তু তাহা হইল না। লণ্ডন ব্যতীত ইংলণ্ডে আরও অনেক নগর আছে। লিভারপুল বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান। বারমিংহাম—এই আবদ্ধ করিয়াই তরোয়াল, ছুরি, কাঁচি, ষ্টিলপেন্ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মাঞ্চেষ্টর,—এই নগরে নানাপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কয়েকটী ব্যতীত ইংলণ্ডে আরও অনেক প্রধান নগর আছে।

আমি আয়র্লণ্ডে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, আয়র্লণ্ড আইরীস্‌দিগের বাসস্থান। এবং ইংলণ্ডের পশ্চিম সীমাস্থিত এক দ্বীপ ও ইংলণ্ডের শাসনাধীন। ইংলণ্ডের উত্তর দিকে স্কট্‌লণ্ড। স্কট্‌লণ্ড অতি সুন্দর দেশ। স্কটলণ্ডের অধিবাসীদিগকে স্কচ্‌ কহে। স্কচেরা অতি সামাজিক এবং বুদ্ধিমান। এদেশে দুই প্রকার লোক আছে। তাহার মধ্যে পার্ব্বতীয় প্রদেশবাসীদিগকে হাইলাণ্ডার, এবং নিম্নস্থলবাসীদিগকে লোলাণ্ডবাসী কহে। হাইলাণ্ডবাসীদিগের পরিচ্ছদ বিভিন্ন প্রকার। তাহারা হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত এক প্রকার ছোট ঘাগরা পরিয়া থাকে। হাঁটুর নিম্নভাগ খোলা রাখে। ইহারা যে ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে, তাহাকে ইরস্‌ ভাষা বলে। ভারতবর্ষীয় লোকেরা হাইলাণ্ডবাসী সৈন্যদিগকে নেঙ্‌টাগোরা কহে।

তুমি ম্যাপ দেখিলেই এই সমস্ত স্থান দেখিতে পাইবে। আমি এই সকল স্থান দেখিবার নিমিত্ত অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদিগের জাহাজ চলিয়া যাইবে বলিয়া মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। লিও আমাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইটালী দেশে গমন করিলেন, এবং আমিও হলণ্ড যাইবার নিমিত্ত জাহাজে আরোহণ করিলাম।

আমি তোমাদিগকে ইংলণ্ডের বিবরণ অতি সংক্ষেপে কহিলাম, সময়ান্তরে বিস্তারিত বিবরণ কহিবার মানস রহিল। ইংলণ্ড অতি সুন্দর দেশ। ইহার চারিদিকেই সুপ্রসিদ্ধ নগর, এবং প্রত্যেক নগর জনতায় পরিপূর্ণ। ইংলণ্ডের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি সত্তর লক্ষ, এবং এত দিনে লোক সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা প্রায় ইউনাইটেড্ ষ্টেটের দ্বিগুণ হইবে। ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড এই দুই দেশকে একত্র গ্রেট ব্রীটেন্ কহে। এ দেশে ধনীর সংখ্যা অনেক বটে, কিন্তু অধিকাংশই দরিদ্র। এক সহস্র আট শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রেট্ বৃটেন্ বাসীরা সম্পূর্ণ অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিত। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ইহারা উন্নতিপথে পদার্পণ করিতে আরম্ভ করিয়া, এক্ষণে পৃথিবীর এক প্রধান সভ্যজাতির মধ্যে গণ্য হইয়াছে। গ্রেট্ বৃটনে অনেক মহৎ লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং এক্ষণে এ দেশ পৃথিবীর এক প্রধান প্রতাপশালী দেশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হলণ্ড।

আমরা জাহাজে পাল তুলিয়া টেমস্ নদী দিয়া সমুদ্র-পথে যাত্রা করিলাম। জাহাজ নদীর মুখে আসিতে না আসিতেই রাত্রি উপস্থিত হইল। এই সময়ে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছিল, এবং যামিনী কুজ্ঝটিকা বশতঃ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আমাদিগের জাহাজ পালভরে অতি বেগে যাইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা এক ভীষণ শব্দ শ্রবণে চমকিত হইলাম; বোধ হইল যেন আমাদিগের জাহাজ কোন পর্ব্বতে প্রতিহত হইল। সত্বর বাহিরে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমাদিগের জাহাজ আর একখানি জাহাজে প্রতিহত হইয়াছে, এবং ধাক্কার শব্দেই আমরা চমকিত হইয়াছিলাম। ধাক্কা এমত সবলে লাগিয়াছিল, যে সে জাহাজখানি চূর্ণ হইয়া জল-মগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা সত্বর জাহাজস্থ লোকদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলাম, এবং কয়েক জনকে পিনেসে উঠাইতেছি, ইতিমধ্যে জাহাজখানি সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইল। আমরা যে কয়েকজনকে তুলিয়া

ছিলাম, তাহার মধ্যে কাপ্তেন, তাঁহার স্ত্রী, ও দুটী শিশু সন্তান, আর দুই জন নাবিক ছিল। কাপ্তেনের নাম হটরীক। হটরীক হলণ্ডবাসী। তাঁহারা হলণ্ডের প্রধান নগর হইতে আসিতেছিলেন। হটরীক কহিলেন যে তিনি পুত্র পরিবারে পরিবৃত হইয়া কয়েক বৎসরাবধি এই ক্ষুদ্র জাহাজে বাস করিতেছিলেন। বস্তুতঃ হলণ্ডের কাপ্তেনদিগের এই রীতি যে তাঁহারা পুত্র পরিবার সহ জাহাজেই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। আমরা লণ্ডন হইতে ছয় দিবসের মধ্যে আমেষ্টার্ডাম নগরে পৌঁছিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

হলণ্ডের মধ্যে আমেষ্টার্ডাম এক বৃহৎ নগর, এবং হলণ্ডের অধিবাসীদিগকে "ডচ্‌" কহে ইহা তোমরা জান। ডচদিগের ভাষাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা House (বাড়ীকে) Huis হুইস্‌, ঘোটককে পার্ড এবং কুক্কুরকে Hund (হুণ্ড) বলিয়া থাকে।

আমি কাপ্তেন হটরীকের সহিত আমেষ্টার্ডাম নগর দেখিতে গমন করিলাম। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে এক

প্রকার অপূর্ব্ব গাড়ী দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম। এই গাড়ীতে চাকা বা স্প্রীং কিছুই নাই, কেবল কয়েকখণ্ড কাষ্ঠের উপর স্থাপিত। পথিমধ্যে কাপ্তেন হটরীক হলণ্ডের অনেক বিবরণ কহিতে লাগিলেন। হলণ্ডে আমেষ্টার্ডাম ব্যতীত হেগ, রটার ডম্, লীডন্, হারলেম প্রভৃতি অনেক নগর আছে। তাহার মধ্যে হেগ নগর রাজার বাসস্থান।

হলণ্ড দেশ অতি সমতল, এবং চারি দিকে খাল দ্বারা বেষ্টিত। অধিবাসীরা সচরাচর নৌকাযোগে গতায়াত করিয়া থাকে। হলণ্ডের অধিকাংশ ভূভাগ জলমগ্ন ছিল, কিন্তু ইহারা ডাইক্‌স দ্বারা জলকে স্থলে পরিণত করিয়াছে। আবার কোন কোন সময়ে জল প্রবাহে ডাইক্‌স ভগ্ন হইয়া লোকের আবাস স্থান প্লাবিত হয়, এবং অনেকের প্রাণহানিও হইয়া থাকে। কাপ্তেন হটরীক কহিলেন, এদেশে Stork সারস নামে এক প্রকার পক্ষী আছে। সারস দেখিতে প্রায় হংসের ন্যায়, সারসদিগের জনক জননী বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলে সন্তানগণ তাহাদিগকে পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া লইয়া যায়। হলণ্ড-

বাসীরা সারস পক্ষীর অতিশয় যত্ন করিয়া থাকে। এদেশীয়দিগের এই প্রকার সংস্কার যে, যদ্যপি কোন সারস কাহারও বাটীর উপর বাসা করে, তাহা হইলে গৃহস্বামীর সমূহ মঙ্গল হইয়া থাকে। কেহ ভ্রম ক্রমেও সারস পক্ষীর উপর কোন অত্যাচার করে না, এই নিমিত্ত প্রতি গৃহের উপরে সারসপক্ষীর কুলায় দেখা যায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

মহানুভব পিটারের গল্প।

আমেষ্টার্ডেম্ নগরের কয়েক ক্রোশ দূরে সার্ডাম নামক এক নগর আছে। অতি পূর্ব্ব কালে এই নগরে জাহাজ নির্ম্মিত হইত, এই কারণে এই স্থানে অনেক ছুতারের বাস ছিল। এই ছুতারদিগের মধ্যে মাষ্টারপিটার নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তোমরা কি কেহ মাষ্টার পিটারের গল্প শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাক, বলিতেছি শ্রবণ কর। এক দিবস ছুতার মণ্ডলী মাষ্টার পিটারকে রুসিয়ার সম্রাট বলিয়া জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, ইনি সম্রাট হইয়া

ই নিমিত্ত সামান্য লোকদিগের সহিত সামান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পিটার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি রুসিয়া দেশের সম্রাট। রুসিয়া এই স্থান হইতে অনেক দূর উত্তরে অবস্থিত। আমার প্রজারা জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে জানে না। কি প্রকারে জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে হয়, ইহাই জানিবার নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি শিক্ষা করিয়াছি, এবং দেশে প্রত্যাগমন করিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিব। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে পিটার স্বদেশে যাইয়া প্রজাদিগকে জাহাজ নির্ম্মাণ এবং অপরাপর কারুকার্য্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।

পিটার রুসিয়া দেশে সেণ্টপিটসবর্গ নামক নগর স্থাপন করেন, এবং অন্যান্য অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে (Peter the great) মহাত্মা পিটার কহিত। সৎকার্য্য করিলেই সকলে সেই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বার্থপর লোকেরা দেশের

অধীশ্বর হইলেও লোকের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমরা কয়েক সপ্তাহ আমেষ্টার্ডেম নগরে অতিবাহিত করিয়া ডেন্মার্কে যাত্রা করিলাম, এবং ডেন্মার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন নগরে উপস্থিত হইলাম। ডেন্মার্কবাসীরা তাহাদিগের স্বদেশীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

এক দিবস আমি বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, এক রাস্তার এক স্থানে জনতা হইয়াছে, এবং এক ব্যক্তিকে লইয়া টানাটানী করিতেছে। আমি গোলযোগের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে জনতার নিকট গমন করিয়া দেখি যে ধৃত ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে এত লোক দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, কেবল জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি ইংরাজী কথা কহিতেছে শুনিতে পাইলাম। আমি অধিক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অতি কষ্টে জনতা ভেদ

করিয়া দেখি যে, যে ব্যক্তিকে তাহারা টানাটানী করিতেছে সে আমার পরিচিত জেঙ্কিন্স। আমি বিনয় সহকারে তাহাদিগকে কহিলাম যে তোমরা এই ব্যক্তিকে মুক্ত কর, কিন্তু কেহই আমার বাক্যে কর্ণপাতও করিল না। অবশেষে আমি বলপূর্ব্বক তাহাদিগের হস্ত হইতে জেঙ্কিন্সকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া, যে তাহার হাত ধরিয়াছিল, তাহাকে এক ধাক্কা দিলাম। সে একটু পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবামাত্র আমি জেঙ্কিন্সের সহিত ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু অতি অল্পদূর যাইতে না যাইতেই, তাহারা আসিয়া আমাদিগকে পুনর্ব্বার বেষ্টন করিল।

তাহাদিগের মধ্য হইতে দুই বা তিন ব্যক্তি জেঙ্কিন্সকে ধরিল এবং চারি পাঁচ জনে আমাকে বেষ্টন করিল। আমি ইহাদিগের সহিত বাক্য ব্যয় বৃথা মনে করিলাম। কারণ, তাহারা কেহই আমাদিগের ভাষা বুঝিতে সমর্থ নহে। তাহারা অবশেষে আমাদিগকে কারাগারে লইয়া গেল এবং এক অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। জেঙ্কিন্সকে আমি এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা

করাতে সে কহিল, কোন ব্যক্তি এক জনের একটী ঘড়ী অপহরণ করিয়াছে এবং ইহারা আমাকেই সেই ব্যক্তি মনে করিয়া ধরিয়াছে। ইহাই সমস্ত গোলযোগের কারণ। আমি কাপ্তেন ফিলিপ্‌কে এই সকল বৃত্তান্ত এবং আমাদিগের দুর্দ্দশার বিষয় বলিয়া পাঠাইলাম। তিনি সহরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। আমরা দুই এক দিবসের মধ্যে কারামুক্ত হইলাম।

আমি অতি অল্পকাল ডেন্মার্কে অবস্থান করিয়াছিলাম। ডেন্মার্কবাসীরা নৃত্যগীত অতিশয় ভালবাসে। আমি এক দিবস ডেন্মার্কের এক পথ দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলাম, এক ব্যক্তি রাস্তার মধ্যস্থলে শয়ন করিয়া আছে। তাহার নিকট গমন করিয়া অবগত হইলাম যে, সে মদ্যপান করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছে। সে দিবস অতি শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, এই নিমিত্ত তাহার শরীর এবং অঙ্গুলী সমুদায় অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। আমি অন্যান্য লোকের সাহায্যে তাহাকে তাহার বাটী লইয়া গেলাম। বাটীতে সে ব্যক্তির স্ত্রী এবং তিনটী পুত্র ছিল। রাত্রির মধ্যেই সে আপন পুত্র

এবং পরিবারদিগকে অকূল পাঁথারে ভাসাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইল। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে প্রত্যেক লোককে পানদোষ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিব।

ডেন্মার্কও অতি সমতল দেশ। এখানে সচরাচর কুজ্ঝটিকা হইয়া থাকে। ডেন্মার্কের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ হইবে। আমরা যে সময়ে তথায় গমন করিয়াছিলাম, সে দেশের তৎকালীন রাজার নাম সপ্তম ফ্রেড্রীক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুইডেন।

কোপেন হেগেন নগরে এক মাস অতিবাহিত করিয়া আমরা রুসিয়ায় সেণ্টপিটার্সবর্গে যাত্রা করিলাম। তোমরা ইউরোপের ম্যাপ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে কোপেন হেগেন হইতে সেণ্টপিটর্সবর্গ যাইতে হইলে বাল্টিক সাগরই প্রশস্ত পথ। আমি জেঙ্কিন্সকে অনুরোধ করিলে তিনি আমাদিগের সহচর হইলেন, এবং আমরা

জাহাজারোহণ করিয়া সেণ্টপিটর্স বর্গ অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

জেঙ্কিন্স আমার পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে ইউরোপে উপস্থিত হইয়া সুইডেনের প্রধান নগর ষ্টকহলমে কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি পথিমধ্যে উক্তদেশ সম্পর্কীয় অনেক গল্প করিতে লাগিলেন।

জেঙ্কিন্স কহিলেন ষ্টকহলম নগরে কতকগুলি লোক আছে, তাহারা রাত্রিকালে পাহারা দিয়া থাকে। এদেশে এই দলভুক্ত লোকদিগকে (Watch man) ওয়াচ ম্যান্ কহে। ওয়াচম্যানেরা রাত্রিকালে " সর্ব্বশক্তিমান, পরমেশ্বরের মহাস্ত্র, অগ্নি হইতে আমাদিগের নগরকে রক্ষা করুন " এই বলিয়া পথে পথে চীৎকার করিতে থাকে। সুইডেন যদিও অতি বিস্তৃত দেশ, কিন্তু প্রায় সমস্ত স্থান পাহাড় পর্ব্বত এবং বন জঙ্গলে আবৃত। এদেশের অধিবাসীরা সবল এবং প্রিয়দর্শন। সুইডেনে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। এখানে শীত অতিশয় প্রবল। সুইডেনে এই প্রকার এক প্রথা আছে, যে তাহারা মে মাসের প্রথম দিবসে এক প্রান্তরে যাইয়া, অগ্নি

জ্বালিয়া সেইস্থানে আমোদ আহ্লাদে রত হইয়া, আমোদ প্রকাশ করিতে থাকে। আবার যে দিবস হইতে গ্রীষ্মের হ্রাস হয়, তাহারা সেই দিবসে নিশাকালে প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে এক ধ্বজা পুতিয়া তাহার চারি দিগে নৃত্য করে। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া তাহারা ধর্ম্মালয়ে গমন করে, এবং ঈশ্বরের নিকট আশ্রয় যাচ্ঞা করিয়া পুনর্ব্বার আমোদে প্রবৃত্ত হয়।

আমি তোমাদিগকে সুইজারলণ্ডের এক রাজার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই দেশে অতি পূর্ব্বকালে দ্বাদশ চারল্‌স (Charles the XII.) নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ডেন্মার্ক, প্রসিয়া, রুসিয়া প্রভৃতির সন্নিকটস্থ রাজগণ চারলস্‌কে অতি অল্পবয়স্ক দেখিয়া মনে করিলেন যে তাঁহারা অতি সহজে চারল্‌সের রাজ্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেন। মনোমধ্যে এই স্থির করিয়া তাঁহারা চারল্‌সের রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে চারল্‌স এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কতকগুলি সৈন্য

সংগ্রহ করিয়া একেবারে ডেন্মার্কে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। ডেন্মার্কে উপস্থিত হইবামাত্র এক দল ডেন্স সৈন্য তাঁহার সম্মুখীন হইল, এবং উভয় সৈন্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে চারল্স যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সন্ধি করিলেন, এবং ডেন্মার্কের রাজাকে এই মর্ম্মে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন, যে তিনি আর কখন সুইসদিগের উপর কোন প্রকার অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইবেন না। এই প্রকারে ডেন্মার্কের অধিপতিকে সন্ধিসূত্রে বদ্ধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে নার্ভাতে রুসিয়ার এক দল সৈন্যকে পরাস্ত করেন। রুসিয়ান্ সৈন্যদল, চারলসের সৈন্যগণ অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক ছিল, এবং পিটার তাহাদিগের সেনানায়ক ছিলেন। এই ঘটনার পরেই চারল্স সসৈন্যে পোলাণ্ডে যাত্রা করেন এবং পোলাণ্ডরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে আর এক জনকে অভিষেক করিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ জয়ে এ প্রকার উদ্রিক্ত হইয়াছিলেন, যে অবশেষে রুসিয়ান্দিগের দেশে গমন করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অভিলাষী হন। রুসিয়ার অন্তর্গত পোটোল্টা নামক এক নগরে, চারল-

সের সৈন্যগণ রুসিয়ান্ সৈন্যদিগের সম্মুখীন হইল। উভয় সৈন্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং তুমুল সংগ্রামের পর চারল্সের সৈন্যগণ পরাস্ত হইয়া প্রায় সকলেই নিহত হইল। চারলস্ অনন্যোপায় হইয়া কয়েকজন সহচরের সহিত পলায়ন করিলেন, কিন্তু রুসিয়ান্ সৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিল। চারল্স অতি কষ্টে তুরুস্কে উপস্থিত হইয়া, সুলতানের শরণাপন্ন হইয়া শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন। এই স্থানে তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া ক্রমাগত দশ মাস কাল শয্যাগত রহিলেন।

এই প্রকারে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া চারল্স এই স্থান হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু একে তুরুষ্ক হইতে তাঁহার দেশ অনেক দূর, তাহাতে আবার তিনি চারি দিকে শত্রু দ্বারা বেষ্টিত, সুতরাং পলায়নের কোন আশু সুযোগ পাইলেন না। অবশেষে চারল্স অনেক চিন্তার পর সাহসের উপর নির্ভর করিয়া দুইটী মাত্র বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া, শত্রু মধ্য হইতে পলায়ন করিলেন, এবং অনেক বিপদ অতিক্রম করিয়া সুইডেনে উপস্থিত হইলেন।

এই সকল ঘটনার পরেও চারল্সের রণকণ্ডূয়ন নিবৃত্ত না হওয়াতে, তিনি বিংশতি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নরওয়ে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন।

এক দিবস তিনি শত্রুদিগের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে শত্রুগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কামান ছাড়িল। চারল্স গোলা দ্বারা আহত হইবামাত্র মুহূর্ত্ত মাত্রে সেই স্থানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তোমাদিগের সকলের মনোযোগ সহকারে চারল্সের বৃত্তান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহাঁর বৃত্তান্ত তোমাদিগের প্রীতিপ্রদ হইবে। চারল্সের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তোমরা জানিতে পারিবে, যে তিনি এক জন সাহসী পুরুষ, এবং প্রজাগণের উপকার করিয়া যশোলাভ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। প্রজাগণের মঙ্গলের নিমিত্তই তিনি কত শত লোককে বধ করিয়াছেন এবং আপনাকে মহাবিপদে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নরওয়ে।

নরওয়ে ইউরোপের উত্তরভাগে অবস্থিত। অত্রত্য লোকেরা ডেন্স ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ইহারা ডেন্সদিগের ন্যায় সুরাপানে আসক্ত নহে। নরওয়েবাসীরা অতি সরল এবং আতিথেয়। নরওয়ের উত্তরভাগের সমুদ্রে একটী পাক্ আছে, তাহাকে মেলষ্ট্রম কহে। এদেশবাসীরা ইহার অবস্থাকে দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। কতকগুলি লোকে কহে, এই পাকের জল চতুর্দ্দিকে মহাবেগে বর্ত্তুলাকার হইয়া ঘুরিতেছে, এবং বজ্র শব্দের ন্যায় অনবরত শব্দ হইতেছে। কোন জাহাজ ঘটনাক্রমে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে পাক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এবং জলের আঘাতে চূর্ণ হইয়া পাকের মধ্য স্থলে উচ্চশির হইয়া সাগর গর্ভে প্রবেশ করে। কোন কোন সময়ে বৃহদাকার তিমি মৎস্য অতি দূর হইতে জল বেগে আকৃষ্ট হইয়া পাকের মধ্যে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়। তিমি মৎস্যেরা আবর্ত্ত দ্বারা আকৃষ্ট হইবামাত্র জানিতে পারিয়া বিধিমতে পলাইবার চেষ্টা করিতে

থাকে, কিন্তু যখন জানিতে পারে যে পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই, সেই সময়ে অতি করুণসূচক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আবর্ত্তমধ্যে নীত হয়, এবং জলবেগে প্রাণত্যাগ করে।

জেঙ্কিন্স নরওয়েতে যান নাই, কিন্তু সুইডেনে অবস্থান কালীন এই দেশের অনেক বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। তিনি কহেন বন্য পশুর মধ্যে এখানে বন্য বরাহের সংখ্যা অধিক। এখানকার বন্য বরাহগণ কাহারও কোন অপকার করে না। কথিত আছে একজন নরওয়েবাসী একদিন নদী পার হইবার নিমিত্ত এক নৌকাতে আরোহণ করিয়া পর পারে যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে এক বন্য বরাহ তীর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তরণীতে উপস্থিত হইল, এবং নৌকার এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। তরণী পর পারে উপস্থিত হইবামাত্র বরাহ গম্ভীর ভাবে এক লম্ফে তীরে পতিত হইয়া অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিল।

নরওয়ে দেশের এই এক প্রকার রীতি, কোন ব্যক্তির মৃত দেহ সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার কালে এক

ব্যক্তি দলের সর্ব্বাগ্রে বেহালা বাজাইতে বাজাইতে গমন করে। এ দেশের অন্যান্য অংশের লোকেরা মৃত ব্যক্তিকে "তুমি কেন মরিলে? তোমার স্ত্রী পুত্র তোমাকে ভাল বাসিত কি না" এই প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

নরওয়েতে প্রায় পঞ্চদশ লক্ষ লোকের বাস। এদেশে কেহ রাজা নাই, অধিবাসীরা সুইডেনের রাজাকেই আপনাদিগের অধীশ্বর বলিয়া মানে। সুইডেনের প্রধান নগর বারগেন (Bergen) এদেশ গ্রীষ্মকালে অতিশয় উষ্ণ এবং শীত কালে সেই পরিমাণে শীতল হয়। নরওয়েবাসীরা শীত নিবারণের নিমিত্ত পশুলোম দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহার করে। এদেশ এ প্রকার শীতল যে এক শত বৎসর পূর্ব্বে এক দিবস প্রায় সপ্ত সহস্র সুইস সৈন্য এক পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতেছিল, তাহারা পর্ব্বতের কিয়দ্দূরে আসিবামাত্র শীত প্রভাবে তাহাদিগের শরীর অবশ হইয়া আসে, এবং অতি অল্প কাল মধ্যে প্রত্যেকে যে ভাবে ছিল, সে সেই ভাবেই প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ল্যাপলাণ্ড।

ল্যাপলাণ্ড ইউরোপের উত্তর দিকের প্রান্তভাগে স্থাপিত। ল্যাপলাণ্ডে একটীও বৃহৎ নগর নাই। এদেশ অতি অনুর্ব্বর, এবং অধিকাংশ স্থান মরুভূমিতে ব্যাপ্ত। ল্যাপলাণ্ডের অধিবাসীরা যাযাবর, অর্থাৎ তাহাদিগের বাসস্থানের কোন স্থিরতা নাই। এদেশীয়েরা শীত কালে কুটীরে এবং গ্রীষ্মকালে হরিণচর্ম্মনির্ম্মিত তাম্বুতে কালাতিপাত করিয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস কাল এই স্থানে শীত অতিশয় প্রবল থাকে। শীত-কালে রাত্রির ভাগ অধিক হয়, এমন কি দুই তিন মাস কেহ সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না। এই সময় অরোরা বোরিয়লীস্ নামক নক্ষত্রের আলোকে অন্ধকার বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণবর্ণ বিড়ালের উপর ল্যাপলাণ্ডবাসীদিগের অতি-শয় ভক্তি। প্রত্যেক গৃহস্থের এক একটী কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল দেখা যায়। এদেশবাসীরা ইষ্টানিষ্ট কার্য্যে এবং সকল প্রকার আপদ বিপদের পরামর্শ বিড়ালকে জিজ্ঞাসা

করিয়া থাকে। ইহারা অরণ্যে শিকার বা মৎস্য ধরিতে যাইবার কালে কাল বিড়ালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। ল্যাপলাণ্ডের লোকেরা চক্রহীন শকটে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করে। হরিণই এদেশীয়দিগের প্রধান সহায়। যদি ইহারা হরিণের সাহায্য না পাইত, তাহা হইলে কোন ক্রমেই ল্যাপলাণ্ডে মনুষ্যের বসতি হইত না। দেখ ল্যাপলাণ্ডবাসীরা হরিণ দ্বারা চক্রহীন শকট চালায়, হরিণের মাংসে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং হরিণের চর্ম্মে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া শীত নিবারণ করে, ও ইহা দ্বারা তাম্বু প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সপরিবারে বাস করিয়া থাকে। এদেশজাত হরিণকে রেণ্ডিয়ার বা বল্‌গা হরিণ কহিয়া থাকে। বল্‌গা হরিণ এক দমে বিশ ক্রোশ গাড়ী টানিয়া যায়। জগদীশ্বর সকল দেশীয় লোকদিগকে সুখে রাখিবার নিমিত্ত এক এক উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

হরিণ ল্যাপলণ্ডবাসীদিগের জীবনোপায়, আরব বা সাহারা বাসীরা উষ্ট্রদ্বারা আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, এবং কামেস্কাট্‌কাবাসীরা কুক্কুরের সাহায্য গ্রহণ

করে। এই প্রকার প্রত্যেক দেশেই এক এক প্রকার পশু মনুষ্যের সাহায্যে ব্রতী আছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পশুগণ আমাদিগের সুখ সমূহের সহায়; সুতরাং পশুদিগের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করা মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। বালক বালিকাগণ। আমার বোধ হয় তোমরা এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কদাপি পশুদিগের উপর ক্রীড়াচ্ছলেও নিষ্ঠুর ব্যবহারে ব্রতী হইবে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সেণ্টপিটার্সবর্গের বিবরণ।

কয়েক সপ্তাহ পরে, আমরা কোপেনহেগেন পরিত্যাগ করিয়া সেণ্টপিটার্সবর্গে উপনীত হইলাম। সেণ্টপিটার্সবর্গ অতি বিস্তৃত নগর, এবং রুসিয়ার রাজধানী। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা পিটার (Peter the great) এই নগর স্থাপন করেন। রুসিয়ার অধিবাসীরা সচরাচর মূর্খ, কিন্তু অনেকেই সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্তে কাল যাপন করিয়া থাকে। এ

দেশের অধিকাংশ অধিবাসী ধনী লোকদিগের ক্রীতদাস। রুসিয়ার ধনবান লোক ক্রীতদাসদিগের উপর অতিশয় দুর্ব্বব্যবহার করিয়া থাকেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশ অপেক্ষা রুসিয়া অতি বিস্তৃত। এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রা এক কোটি দশ লক্ষ হইবে। অধিবাসীর অধিকাংশ দরিদ্রয় এবং অসভ্য। আমি সেণ্টপিটার্স বর্গে ক্রমাগত দুই মাস কাল অবস্থান করিয়া অনেক বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছিলাম।

এক দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে আমার একজন ইংরাজ ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি মস্কো নগরে ব্যবসায় কার্য্য করিয়া থাকেন। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, মস্কো প্রভৃতি অন্যান্য নগরের বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি আহ্লাদ সহকারে, আমাকে আদ্যোপান্ত কহিলেন। মস্কো নগর মহাত্মা পিটারের জন্মস্থান।

প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টী, বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে, রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। রুসিয়াতে শীতের ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, নেপোলিয়ন মস্কোনগরে শীতকাল অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে নগরমধ্যে

প্রবিষ্ট হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।এ দিকে রুসিয়ানেরা বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত নগরস্থ গৃহ সমূহে অগ্নি প্রদান করিল। অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী হইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে, এক পথ হইতে অন্য পথে পতিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে হতাশ্বাস হইয়া সৈন্যগণের সহিত পলায়ন করিলেন। প্রদীপ্ত হুতাসন কয়েক দিবসাবধি চারি দিক গ্রাস করিতে লাগিল, প্রাবৃট্‌কালীন মেঘের ন্যায়, প্রভূত ধূমরাশি গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া, দিবাভাগকে নিবিড় অন্ধকারে পরিণত করিল, এবং অতি সত্বর, প্রায় সমুদয় মস্কোনগর, ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। এ দিকে নেপোলিয়নের সৈন্যগণ পলায়ন কালীন প্রভূত তুষার রাশিতে সমাহিত হইতে লাগিল, এবং বহুসংখ্যক সৈন্যের মধ্যে কয়েকজন মাত্র, বিভ্রাটের ও দুর্দ্দশার সংবাদ লইয়া ফ্রান্সে উপনীত হইল।

রুসিয়ানদিগের ভ্রমণের শকট অতি সুখপ্রদ। তাহারা চক্রহীন শকটের উপর পশুলোম বিস্তরণ করিয়া সমস্ত তৈজসপত্র লইয়া তাহাতে আরোহণ করে। শকটে সচরাচর চারি কিম্বা ছয় ঘোড়া যোজনা করে এবং অধিক দূর যাইতে

হইলে তাহারা শকটমধ্যেই পানাহার সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে পথি মধ্যে অবতরণের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। অতিশয় শীতের সময় এই প্রকার গাড়ীতে কোন ক্লেশ হয় না। আমি সেণ্টপিটার্স বর্গে অবস্থান কালীন প্রাস্কোভিয়া নাম্নী এক যুবতী কন্যার গল্প শ্রবণ করিয়াছিলাম। প্রাস্কোভিয়ার গল্প তোমাদিগের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে, অনুমান করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

লপৌলোফ নামক এক ব্যক্তি রুশিয়ায় বাস করিতেন। কোন সময়ে রুসিয়ার সম্রাট বা জার, লপৌলোফের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে স্ত্রী এবং একটী শিশু কন্যার সহিত আসিয়াস্থিত সাইবিরিয়া দেশে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। সাইবিরিয়া অতি অরণ্যময় প্রদেশ, এবং সেণ্টপিটারস বর্গ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। এদেশের অরণ্যের সর্ব্বস্থানই বন্যজন্তুতে পরিপূর্ণ, এবং কয়েকজন নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ব্যতীত এখানে অন্য লোকের বাসস্থান নাই। সুতরাং এমতস্থলে লপৌলোফ যে কোন বন্ধু বান্ধব পাইবেন তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। মানব জাতির স্বভাব এই যে তাহারা

লোক সহবাস ব্যতিরেকে কদাপি নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে সমর্থ হয় না, এবং এই নিমিত্ত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। সুতরাং লপৌলোফও সেই কষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। লপৌলোফের শিশু কন্যাটীর নাম প্রাস্কোভিয়া। প্রাস্কোভিয়া কালক্রমে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। প্রাস্কোভিয়ার স্বভাবটী প্রীতিপ্রদ ছিল বলিয়া, তাহার পিতা মাতা তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

এক দিবস প্রাস্কোভিয়া দেখিল যে তাহার পিতা অতি দুঃখিতান্তঃকরণে বসিয়া আছেন, এবং জননী কাঁদিতেছেন। প্রাস্কোভিয়া তাঁহাদিগের এই প্রকার অবস্থা দর্শন করিবামাত্র দ্রুতগতি পিতা মাতার সমীপবর্ত্তী হইল, এবং কহিল তোমাদিগের কি হইয়াছে; তোমরা কাঁদিতেছ কেন; আমাকে বল, আমি তোমাদিগের দুঃখ দূর করিব। এই কাবা শ্রবণ করিয়া প্রাস্কোভিয়ার মাতা কহিলেন, বাছা! আমরা এককালে সেণ্ট-পিটার্স বর্গে বাস করিতাম। সেখানে আমাদিগের ধন ছিল, বন্ধু ছিল, সহায় ছিল, এবং সুখ ছিল। কিন্তু

দুর্ভাগ্য বশতঃ সম্রাট আমাদিগকে এই দূরবর্ত্তী বিজন স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা অতি দুঃখের দশায় কালাতিপাত করিতেছি।

প্রাস্কোভিয়া কহিল মা! আমি সম্রাটের নিকট গমন করিয়া কহিব যে আমার পিতা নির্দ্দোষ। আরও কহিব যে আমরা সেথানে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছি, এবং অবশেষে অতি কাতরতার সহিত সেণ্টপিটার্সবর্গে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি প্রার্থনা করিব। সম্রাট অতি দয়ালু, বোধ হয় এ প্রকার যথাযথ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না। প্রাস্কোভিয়ার পিতা মাতা প্রথমে তাঁহাকে সম্রাটের নিকটে গমনের মানস হইতে নিবৃত্ত হইতে কহিলেন, কিন্তু প্রাস্কোভিয়ার পীড়াপীড়িতে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু পথিমধ্যে পাছে প্রাস্কোভিয়ার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে শঙ্কিত হইয়া রহিলেন।

প্রাস্কোভিয়া সেণ্টপিটার্সবর্গে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। তাহাকে অনেক দূর যাইতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে যাইবার কেহ নাই, পথখরচের এক পয়সাও সম্বল

নাই। প্রাস্কোভিয়া জানু পাতিয়া ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিল “হে পরমেশ্বর ; তুমিই অসহায়ের সহায়, নির্ধনের ধন, আমি তোমার উপর নির্ভর করিয়া বহুদূরস্থিত অপরিচিত দেশে যাইতে উদ্যত হইলাম। আমি একাকিনী, আমার সঙ্গে কেহ নাই, অসহায়া হইয়া গভীর অরণ্য, বিজন প্রান্তর, ভয়ঙ্কর মরুভূমি, এবং অত্যুচ্চ পর্ব্বত পার হইতে হইবে, প্রভু ; তুমি আমার সহায় হও এবং তোমারই উপর নির্ভর করিয়া আমি অকূল দুরাশা সাগরে ঝাঁপ দিলাম।” এই প্রকারে প্রার্থনা সমাপন করিয়া প্রাস্কোভিয়া পিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পদব্রজে সম্রাট সমীপে প্রস্থান করিল।

এক দিবস প্রাস্কোভিয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছে এমত সময়ে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই তাহার সম্মুখবর্ত্তী পথে এক প্রকাণ্ড মহীরুহ শাখা প্রশাখা সহিত, বায়ুবেগে ভূমিতলে পতিত হইল। প্রাস্কোভিয়া ভয়ত্রস্ত হইয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল, প্রাস্কোভিয়া আর গন্তব্য পথ দেখিতে পায় না।

প্রথমে পথভ্রষ্টা হইয়া অন্ধকারেই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু অবশেষে ক্ষুধায় কাতর, এবং জলে আর্দ্র হইয়া, সমস্ত রাত্রি সেই বিজন বিপিনে অতিবাহিত করিল। প্রভাত হইবামাত্র এক ব্যক্তি সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, প্রাস্কোভিয়ার এই প্রকার অবস্থা অবলোকন করতঃ দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে একখানি গাড়ীতে উঠাইয়া গ্রাম মধ্যে লইয়া গেল। গ্রামে উপস্থিত হইয়া শকট হইতে অবতরণকালে প্রাস্কোভিয়ার পদস্খলিত হইল, এবং সে কাদায় পড়িয়া গেল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত হইল। প্রাস্কোভিয়া এই প্রকার অবস্থায় প্রত্যেক বাটীর দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল, কিন্তু আশ্রয় প্রদান দূরে থাকুক্ সকলেই তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। কেহ কহিল এটা চোর, কেহ বলিল এটা অতি দুষ্ট লোক, এবং গ্রামস্থ বালকেরা তাহার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া চোর চোর বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতে লাগিল। প্রাস্কোভিয়া নিরুপায় ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, এক ধর্ম্মালয়ের সমীপবর্ত্তী হইল, এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়া

দেখে যে, দ্বার রুদ্ধ। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ধর্ম্মালয়ের সোপানে উপবেশন পূর্ব্বক পরমেশ্বরের প্রার্থনায় নিযুক্ত হইল। এই সময়ে এক স্ত্রীলোক সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং প্রাস্কোভিয়ার এই প্রকার অবস্থা দর্শনে করুণার্দ্র হইয়া তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেল, এবং যথোচিতরূপে আহার করাইয়া কয়েকখানি বস্ত্র প্রদান করিল। প্রাস্কোভিয়া এই স্থানে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া, সেই স্ত্রীলোকটীকে ধন্যবাদ দিয়া পুনর্ব্বার গন্তব্য দেশে প্রস্থান করিল।

এইরূপ অবস্থায় কিছু কাল থাকিতে২ শীত উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রুসিয়াতে অত্যন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব। শীতল বায়ু প্রবাহিত হইবামাত্র চারি দিক হইতে তুষার পড়িতে আরম্ভ হইল। প্রাস্কোভিয়ার শীতবস্ত্র কিছুই ছিল না, সুতরাং তুষার ধবলিত পথ দিয়া যাইবার সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তাহার সৌভাগ্যবলে এক ব্যক্তি চক্রহীন শকটারোহণে সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে প্রাস্কোভিয়ার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং তাহার দুর্দ্দশা দর্শনে করুণার্দ্র হইয়া তাহাকে

আপন শকটে উঠাইয়া লইল। প্রাস্কোভিয়ার শীতবস্ত্র নাই দেখিয়া তিনি একটা মেষ চর্ম্মের কোট্ তাহাকে দিলেন। এই প্রকার কষ্টে অনেক দূর অতিবাহিত করিয়া প্রাস্কোভিয়া অবশেষে পীড়াগ্রস্ত হয়, এবং অধিক দূর গমনে অসমর্থ হইয়া এক দয়ালু ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ব্যক্তির অনুগ্রহে চিকিৎসিত হইয়া ক্রমে ক্রমে রোগ হইতে মুক্ত হয়, এবং কিছু কাল পরে বলপ্রাপ্ত হইয়া সম্রাট সদনে গমনোদ্দেশে প্রস্থান করে।

পথে এই প্রকার অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে প্রাস্কোভিয়া এক বৎসর পরে রুসিয়ার রাজধানী সেণ্ট-পিটার্সবর্গে উপনীত হয, এবং সম্রাট প্রাসাদে গমন করিয়া মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করে, সম্রাটমহিষী সানুগ্রহে তাহাকে নিকটে স্থান দিলেন। প্রাস্কোভিয়া মহিষীর অনুগ্রহে অনুগৃহীতা হইয়া আপনার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল। মহিষী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করিয়া করুণাদ্রা হইলেন, এবং তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিয়া দিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন। প্রাস্কোভিয়া প্রাসাদ

পরিত্যাগ করিয়া বাসস্থানে যাইবার নিমিত্ত রাজ্ঞীকে অভিবাদন করিলে, তিনি তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া সে দিবসের মত বিদায় দিলেন। রাজ্ঞী সম্রাট সমীপে প্রাস্কো ভিয়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলে, সম্রাট তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া সাইবিরিয়ায় এক দূত পাঠাইয়া দিলেন। লপৌলোফ এবং তাহার স্ত্রী আপনাদিগের মুক্তির সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অতুল আনন্দে নিমগ্ন হইলেন, এবং অনতিবিলম্বে সেণ্টপিটার্সবর্গ অভি- মুখে যাত্রা করিলেন। কিছুকাল পরে সেণ্টপিটার্সবর্গে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগের প্রাস্কোভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রাস্কোভিয়া পিতামাতাকে দেখিয়া তাঁহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এই প্রকারে লপৌলোফ কন্যার সহিষ্ণুতা এবং সাহসের গুণে, পুনর্ব্বার বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া সেণ্টপি- টার্সবর্গে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেখ দেখি, সৎসন্তানগণ পিতামাতার কি পর্য্যন্ত উপকার করিতে সমর্থ হয়, অসৎ সন্তানগণ পরিবারের কণ্টকতুল্য হইয়া থাকে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পারলির প্রসিয়ায় যাত্রা।

আমাদিগের সেণ্টপিটার্সবর্গে পঁহুছিবার অব্যবহিত পরেই কাপ্তেন ফিলিপ আমাদিগের জাহাজ বোল্‌ডহীরো খানি বিক্রয় করিয়া আর এক খানি জাহাজ নিযুক্ত করত আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি ইউরোপে অন্যান্য দেশ দেখিবার নিমিত্ত এপ্রকার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম, যে কোন প্রকারেই স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে সম্মত হইলাম না। আমি জেঙ্কীন্সের নিকটে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে তিনি আমার সহচর হইতে স্বীকৃত হইলেন। এই প্রকারে আমরা দুই জনে সেণ্টপিটার্সবর্গ পরিত্যাগ করিয়া এক খানি জাহাজে আরোহণ করিয়া, বাল্‌টিক সাগরে উপস্থিত হইলাম, এবং অতি অল্প সময় মধ্যে প্রসিয়া দেশের ডাণ্টিজ নামক নগরে অবতীর্ণ হইলাম।

ডাণ্টিজ অতি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী নগর। আমি এবং জেঙ্কীন্স উভয়ে এই স্থানে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া, পরে প্রসিয়ার রাজধানী বারলীন নগরে উপনীত

হইলাম। পথিমধ্যে আমরা কখন বা পদব্রজে, কখন ষ্টেজ কোচে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এদেশের লোকেরা ষ্টেজ কোচকে (Speed Wagon) অর্থাৎ দ্রুতগামী শকট কহে। আমরা প্রসিয়ানদিগের ভাষা বুঝিতে পারিতাম না বলিয়া অনেক সময়ে অসুবিধা হইত, কারণ প্রসিয়ানেরা জর্ম্মাণ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে জেঙ্কীন্স অতি অল্প ফ্রেঞ্চ ভাষা কহিতে পারিত বলিয়া সম্পূর্ণ অসুবিধা হয় নাই, কারন আমরা দেখিলাম যে, ইউরোপের সমুদায় দেশের লোকেই কতক পরিমাণে ফ্রেঞ্চ ভাষা বুঝিতে ও কহিতে পারে।

প্রসিয়া দেশের অনেক স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কয়েক বৎসর গত হইল, এক দল শিকারী পশুবধের নিমিত্ত প্রসিয়ার এক অরণ্যে প্রবেশ করে। তাহারা ইতস্ততঃ পশু অন্বেষণ করিতেছে, ইত্যবসরে বনের মধ্যে মনুষ্যাকৃতি এক জন্তু দেখিয়া চমকিত হইল। শিকারীরা অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সে পলায়নে তৎপর হইল। শিকারীরা সেই জন্তুর পশ্চাৎ ধাবিত হইলে, সে অতি দ্রুতবেগে নিকটস্থ পর্ব্বতের এক গুহায় প্রবেশ

করিল। শিকারীরা কয় জনে গুহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অবশেষে তাহাকে ধরিল। এই জন্তু বনমানুষ। বনমানুষেরা বনে বাস করিয়া থাকে, কথা কহিতে পারে না, কেবল বানরের ন্যায় চীৎকার করে। বৃক্ষের পত্র এবং উদ্ভিদের মূলই ইহাদিগের উপজীবিকা। শিকারীরা তাহাকে ধরিয়া নগরে লইয়া গেল, এবং কথা কহা শিখাইবার বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। এই জন্তুর স্বভাব অতি ক্রূর। কেহ নিকটে আসিয়া কোন প্রকারে বিরক্ত করিলেই তাহাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিত। বেচারা এত চেষ্টাতেও কোন ক্রমে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইল না।

তাহার পর আমরা বার্লিনে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বার্লিন অতি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী নগর। এই নগরের চতুর্দ্দিক প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রসিয়ার রাজা (এক্ষণে সম্রাট) কোন সময়ে বার্লিনে এবং কোন সময়ে পোষ্টডম নগরে বাস করিয়া থাকেন। প্রসিয়ার অধিবাসীর সংখ্যা আমেরিকার ইউনাইটেড-ষ্টেটের তুল্য। প্রসিয়াদেশের এই প্রকার রীতি যে

তাহারা মস্তকের সমুদয় কেশ মুণ্ডন করতঃ কেবল ঊর্দ্ধ দেশে গোলাকৃতি কতকটা স্থানে চুল রাখে।

আমি তোমাকে প্রুসিয়ার এক রাজার গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রুসিয়া দেশে ফ্রেডরিক নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজার রাজত্ব কালে প্রুসিয়ার চতুর্দ্দিকের রাজগণ একত্র হইয়া ফ্রেডরিকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ফ্রেডরিকও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং সেনানায়ক হন, এবং অনেক স্থলে যুদ্ধ করেন। কোন কোন যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক যুদ্ধেই জয়লাভ করিয়াছিলেন। অতি অল্প রাজাই ফ্রেডরিকের ন্যায় সেনানায়ক হইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন। ফ্রেডরিক কহিতেন যে, আমার সহায়তার নিমিত্ত যে সমস্ত লোক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যত হয়, সে স্থলে আমি তাহাদের অধিনায়ক হইয়া বিপদ হইতে দূরে থাকিব, ইহা কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই সমস্ত কারণেই লোকে তাঁহাকে (Ereder-ic the great) মহাত্মা ফ্রেডরিক কহিত। তিনি যুদ্ধজয়ী অপেক্ষা একজন পরোপকারক বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন।

কথিত আছে মহাত্মা ফ্রেডরিক এক দিবস স্বীয় উপবেশন গৃহে বসিয়া আছেন, এমত কালে ভৃত্যকে ডাকিবার প্রয়োজন হওয়াতে ঘণ্টা বাজাইলেন, কিন্তু ঘণ্টার শব্দে কেহই উপস্থিত হইল না দেখিয়া, তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহের বহির্ভাগে আসিয়া দেখেন যে তাঁহার বালক ভৃত্য একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া নিদ্রাগত আছে। বালক ভৃত্যেরা সচরাচর সামান্য আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত নিযুক্ত হয়, এবং সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ থাকাই তাহাদিগের কর্ত্তব্য।

মহাত্মা ফ্রেডরিক তাহাকে জাগাইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, বালকের পকেটে এক খণ্ড কাগজ রহিয়াছে। তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পত্রের মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত অতি আস্তে তাহার পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িলেন। এই পত্রখানি বালকের মাতা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, বালক আপনার বেতনের কিয়দংশ মাতার সাহায্যের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিল, তাহার মাতা সেই অর্থ পাইয়া এই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে,

বাছা! পরমেশ্বর তোমার ভাল করিবেন, এবং তুমি সচ্চরিত্রতার পুরস্কার পাইবে।

ফেড্রিক পত্র পাঠ করণান্তর ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং কয়েকটী ড্রুকেট (প্রুসিয়া দেশের এক প্রকার স্বর্ণ মুদ্রা) বাহির করিয়া পত্রের সহিত সেই বালক ভৃত্যের পকেটে রাখিয়া দিলেন। তাহার পর পুনর্ব্বার সজোরে ঘণ্টা বাজাইবামাত্র ভৃত্যের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, এবং সে তটস্থ হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন তোমার স্বচ্ছন্দে নিদ্রা হইয়াছিল? ভৃত্য নম্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে সহসা পকেটে হাত পড়াতে চমকিত হইয়া উঠিল, মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল এবং রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সময়ে তাহার কথা কহিবারও সামর্থ্য রহিল না। রাজা তাহাকে কহিলেন তোমার কি হইয়াছে? ভৃত্য রাজার পদতলে পতিত হইয়া কহিল, মহাত্মন্! বোধ হয় কোন ব্যক্তি আমার সর্ব্বনাশের উদ্যোগ করিতেছে। এই টাকা কি প্রকারে আমার পকেটে আসিল, আমি তাহার কিছুই

জানি না। রাজা তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস্যে! আমাদিগের নিদ্রিতাবস্থাতে পরমেশ্বর সর্ব্বদা করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন। এই টাকা তুমি তোমার মাতার কাছে পাঠাইয়া দাও, এবং আমার প্রণাম জানাইয়া কহিও যে, অদ্য হইতে আমি তোমার এবং তোমার মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলাম।

সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধ জয় অপেক্ষা মহাত্মা ফেড্‌রিকের এই সমস্ত কার্য্যই যথার্থ প্রশংসার কার্য্য। বেচারা ভৃত্য যে কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলনের নিমিত্তই ক্ষমা প্রাপ্ত হইল, তাহা নহে, সে মাতার প্রতি অবিচলিত ভক্তির পুরস্কার ও প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহাত্মা ফেড্‌রিকের যে কেবল এই সমস্ত গুণ ব্যতীত আর কিছু ছিল না, তাহা নহে। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম সম্পর্কে যদি তাঁহার অধিক ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনি সংসারে আরও সুখী হইতে পারিতেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পারলির ভিয়ানায় গমন।

জেঙ্কীন্স এবং আমি এক সপ্তাহ বার্লিনে অবস্থান করিয়া, অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়ানা নগরে গমন করিলাম। আমরা পদব্রজেই গমন করিয়াছিলাম। জর্ম্মণির সরাই সকল অতি কৌতুকাবহ দেখিতে অনেকটা গোলাবাড়ীর সদৃশ এবং অশ্ব, গাভী, গর্দ্দভ শূকর ও মনুষ্য প্রভৃতি সকল জীবজন্তু এই স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমরা পথশ্রান্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছি, এমত সময়ে একটা কোলাহল শব্দে জাগ্রৎ হইলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র দেখি যে একদিকে কতকগুলা শূকর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতেছে, অন্য দিকে, গর্দ্দভে চীৎকার করিতেছে, এবং সকল প্রকার জন্তুর স্বর একসঙ্গে মিলিত হইয়া একটি মহাকলরব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জর্ম্মণীর অরণ্যে বন্য শূকরের অত্যন্ত উপদ্রব। ইহারা সম্মুখস্থ দুইটী দন্ত দ্বারা অগ্রবর্ত্তী শত্রুকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। শূকর শিকার জর্ম্মাণির বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের একটি প্রধান আমোদ।

এক দিবস আমরা জর্ম্মণির এক অরণ্যে ভ্রমণ করিতে-ছিলাম, ইতিমধ্যে দেখি যে একটা বন্য শূকর অতি দ্রুতবেগে পলাইতেছে, তাহার পরক্ষণেই দেখিলাম যে, প্রায় দশ বারটা শিকরী কুকুর তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে দুইটা কুকুর প্রাণপণে দৌড়িয়া, একটা শূকরের কাণ এবং আর একটা গ্রীবাদেশ কামড়াইয়া ধরিল। শূকর সজোরে গাত্র সঞ্চালন করাতে দুইটা কুকুরই ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং শূকরও এই অবকাশে আপন তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা কুকুর দুইটার উদর বিদীর্ণ করিয়া পলাইতেছে, ইতিমধ্যে এক অশ্বারূঢ় পুরুষ অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। শূকর তাঁহাকে দন্তাঘাত করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যব-কাশে তিনি নিমেষ মধ্যে একটী সুতীক্ষ্ণ বর্ষা দ্বারা তাহার গ্রীবাদেশ ভেদ করিলেন, বর্ষা গ্রীবাভাগে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র চারিদিক রক্তে প্লাবিত হইল, এবং শূকরও ঘুরিয়া ভূমিতলে পড়িল।

শূকরের এই অবস্থা দেখিয়া অশ্বারোহী ব্যক্তি সজোরে ভেঁপু বাজাইতে লাগিলেন, এবং তাহার অল্প

ক্ষণ পরেই আরও কয়েকজন অশ্বারূঢ় পুরুষ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। এই কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত আমরাও অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইলাম, এবং শিকারীদিগের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে জানিতে পারিলাম যে, শূকরহন্তা কেবল এক জন শিকারী নহেন, তিনি অষ্ট্রিয়া দেশের সম্রাট, এবং অপরাপর অশ্বারোহী তাঁহারই সম্ভ্রান্ত পারিষদ। সুতীক্ষ্ণ বল্লাম প্রয়োগে ক্ষিপ্রহস্ত না হইলে, শূকর শিকারে গমন করা অসংসাহসিকের কার্য্য। আমরা এই ঘটনার দুই দিবস পরেই ভিয়েনা নগরে উপস্থিত হইলাম।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভিয়ানা নগর।

ডানিউব ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান নদী, এবং এই নদীর তীরে ভিয়ানা নগর স্থাপিত। ভিয়ানা নগর দেখিতে অতি মনোরম এবং প্রীতিপ্রদ, এবং ইউনাইটেডষ্টেটের সকল নগর অপেক্ষা বৃহৎ। ভিয়ানার অধিবাসীরা অতিশয় আমোদপ্রিয়। শীতকালে ডানিউব নদীর জল

তুষারে পরিবর্ত্তিত হইলে, নগরবাসীরা নানা প্রকার চক্রহীন শকটে আরোহণ পূর্ব্বক নদীর উপর বহুবিধ ক্রীড়া, এবং কেহ কেহ পর্য্যটন করিয়া থাকে। এমন কি স্ত্রীলোকেরাও এই আমোদের সাহায্য করিয়া থাকে। চক্রহীন শকট গুলির আকার বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কতকগুলি অশ্বের ন্যায়, কতকগুলি হংসের ন্যায়, এবং কতকগুলি ব্যাঘ্রের আকারের মত নির্ম্মিত হয়। এই প্রকারের গাড়ীকে এখানে স্লেজ কহে।

স্ত্রীলোকেরা শীত নিবারণের নিমিত্ত পশুলোমজাত বস্ত্র ব্যবহার করে। এবং অনেক প্রকার বহুমূল্য শিরোভূষণ পরিধান করিয়া থাকে। ঘোটক কিম্বা হরিণ দ্বারাই স্লেজ টানাইয়া থাকে, এবং প্রত্যেক ঘোটকের গলা র চতুর্দ্দিক কিঙ্কিণী দ্বারা বেষ্টন করিয়া দেয়। ভিয়ানা নগরের নিকটবর্ত্তী এক উদ্যান আছে, তাহাকে প্রেটার কহে। এই উদ্যানের পরিসর প্রায় চারি মাইল। গ্রীষ্ম কালে বহুসংখক লোকে এই স্থানে সমবেত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। উদ্যানে প্রবেশ করি-লেই দেখিতে পাইবে, কোথায় এক দল বালক ক্রীড়া করি-

তেছে, কোথাও প্রণয়ি যুগল এক বৃক্ষের অন্তরালে বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছে, কোন স্থানে বা কতকগুলি লোক উচ্চৈঃস্বরে সংগীতালাপ করিতেছে, কোন স্থানে বালিকারা একত্রিত হইয়া রজ্জু ক্রীড়া করিতেছে, এবং উদ্যানের নিভৃতস্থানে গম্ভীরপ্রকৃতি পণ্ডিতেরা বসিয়া সংসারের আদি, অন্ত, কার্য্য, কারণ, সুখ, দুঃখ, মায়া, মোহ প্রভৃতি চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। এই উদ্যানটীকে দেখিলেই প্রমোদ কানন বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অষ্ট্রীয়া।

অষ্ট্রীয়া অতি বৃহৎ দেশ, এদেশের অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটের দ্বিগুণ হইবে। ভিয়ানা ব্যতীত এখানে আরও অনেকগুলি বড় বড় নগর আছে।

অষ্ট্রীয়ার কতকগুলি অধিবাসী অতি পরিশ্রমী এবং কতকগুলি অতি অলস। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই শিল্পী। ইহারা ঘড়ী নির্ম্মাণে অতিদক্ষ এবং প্রতি

বৎসর এদেশে অনেক ঘড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত অনেক প্রকার পুতুলও এখানে নির্ম্মিত হয়। আমরা একদিবস একটী গ্রামের প্রতিরূপ দেখিলাম। প্রতিরূপটী অতি সুন্দর, এবং সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রতিরূপের মনুষ্যাকৃতি পুত্তলিকাগণ প্রায় দুই ইঞ্চি উচ্চ (Inch) এবং তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বেড়াইতেছে, কতকগুলি কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, এবং কতকগুলি নৃত্য করিতেছে। প্রতিরূপের এক প্রান্তরে কতকগুলি সৈনিক পুরুষ রণসজ্জায় প্রস্তুত হইয়া গমন করিতেছে, এবং তাহাদিগের মধ্যে একজন জয়ঢাক বাজাইতেছে।

বোধ করি তোমরা সকলে কলে দাবা খেলার গল্প শ্রবণ করিয়াছ। এই আশ্চর্য্যজনক পুত্তলিকাটীও এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কলে একটী তুরস্কদেশীয়ের প্রতিরূপ স্থাপিত আছে। তাহার সম্মুখে টেবিল, এবং দাবা বড়ে স্থাপিত। কেহ একটী বড়ে চালিলেই সেই পুত্তলিকাও চালিবে, এমন কি কেহই এপর্য্যন্ত এই পুত্তলিকাকে খেলায় পরাস্ত করিতে পারে নাই। এই অদ্ভুত

পুত্তলিকা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই দর্শনার্থ নীত হইয়াছিল, এবং এক্ষণে লণ্ডনে ক্রীষ্টল প্যালেসে স্থাপিত আছে। এদেশে জিপসী নামক এক প্রকার জাতি আছে। তাহারা যাযাবর, অর্থাৎ তাহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। পুত্র পরিবার লইয়া ইউরোপের সর্ব্বস্থানেই ভ্রমণ করিয়া থাকে। জিপসীরা কহে, তাহারা লোকের অদৃষ্ট লিপি বলিতে পারে; কিন্তু অপহরণ কার্য্যই ইহাদিগের প্রধান ব্যবসায়।

এক দিবস জেঙ্কীন্স এবং আমি ভ্রমণ করিতে করিতে এক অরণ্যে উপস্থিত হই, এবং সেই খানে দিবাবসান হয়। আমরা অন্ধকারে পথ ভুলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দূর হইতে এক আলোক দেখিতে পাইলাম। আমরা রাত্রিকালে বনের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে সেই আলোক স্থানে উপস্থিত হই, এবং দেখি যে প্রায় বিশ জন জিপসী সেখানে বসিয়া আছে।

আমরা তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলাম যে আমরা পথ হারাইয়াছি, এবং অদ্য এই স্থলেই রাত্রি যাপন করিতে ইচ্ছা করি, তোমরা অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু

খাদ্য এবং একটু শয়নের স্থান প্রদান কর। তাহারা আমাদের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইল এবং কিছু মাংস, রুটী, ও মদ্য আনিয়া দিল। আমরা আহার করিয়া তাহাদিগেরই এক তাম্বুতে শয়ন করিলাম। অর্দ্ধ রাত্রে পদ সঞ্চালন শব্দে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি সভয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখি যে একজন জিপসী জেঙ্কীন্সের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার পকেট অনুসন্ধান করিতেছে। আমি এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া জেঙ্কীন্সকে ডাকিবামাত্র সে ব্যক্তি পলায়ন করিল। জেঙ্কীন্স পকেটে হাত দিয়া দেখে, যে তাহার বিশ ডলার সেই ব্যক্তি অপহরণ করিয়া পলাইয়াছে। আমরা যামিনীর অবশিষ্ট ভাগ বসিয়া কাটাইলাম, এবং প্রাতঃকালে অপহরণ বৃত্তান্ত তাহাদিগকে বলাতে তাহারা উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল "যদি তোমাদিগের ধনরক্ষারই বাঞ্ছা ছিল, তাহা হইলে কোন সৎসঙ্গে প্রবিষ্ট হইলে ভাল হইত।" আমরা ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সেই স্থান হইতে অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলাম এবং উভয়ে বিবেচনা করিলাম, যে আজি আমাদিগের একটী শিক্ষা লাভ হইল।

এক বিংশ পরিচ্ছেদ।

তুরস্কের বিবরণ।

তুরুস্ক দেশ অষ্ট্রীয়ার পার্শ্বে অবস্থিত। আমরা তুরস্কে গমন করি নাই। কারণ, পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলাম যে, তুরস্কের অধিবাসীরা অতি নিষ্ঠুর, এবং তাহারা বাইবেলে বিশ্বাস করে না, মহম্মদনামক এক ব্যক্তি তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রচারক এবং মহম্মদ লিখিত কোরাণই ইহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক। কোরাণ অনেক অলীক কথায় পরিপূর্ণ। মুসলমানেরা সেই অলীক ঘটনা গুলিকে অতি আগ্রহসহকারে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কোরাণের এক স্থানে লিখিত আছে, যে এক দিবস রাত্রি কালে মহম্মদ স্বর্গে নীত হন এবং স্বর্গীয় অনেক আশ্চর্য্য জনক ব্যাপার দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার নরলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তুরস্কেরাও এই সকল ঘটনাবলী নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

কনষ্টান্টিনোপল তুরস্কের রাজধানী। এই নগর পৃথিবীর অতি বৃহৎ নগর সমূহের মধ্যে পরিগণিত। তুরস্কের ভূপালকে সুলতান কহে। সুলতান অনেকগুলি বিবাহ

করেন, তাহাদিগকে সুলতানা বলে। তুরস্কের অধিবাসারা শ্মশ্রুধারণ করিয়া থাকে। ইহারা অতিশয় তাম্রকূটপ্রিয়, কোন কোন লোকের তামাক খাইবার নল প্রায় ছয় ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

তুরস্কবাসীরা চেয়ার টেবীল ব্যবহার করে না, তাহারা জানু পাতিয়া ভূমির উপরেই উপবেশন করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে আহারের সময় কাঁটা, ছুরি প্রভৃতির ব্যবহার নাই। এক ব্যক্তি মাংস প্রভৃতি খাদ্য কাটিয়া দেয়, এবং অপরাপর সকলে আহার করিতে থাকে। তুরস্ক দেশে টুপীর ব্যবহার নাই। লোকে শিরস্ত্রাণ (পাগড়ী) ব্যবহার করিয়া থাকে।

তুরস্কের দক্ষিণ দিকে গ্রীস দেশ। গ্রীস দেশের অধিবাসীকে গ্রীক কহে। গ্রীকেরা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তুরস্কেরা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে। এক কালে গ্রীস দেশ তুরস্কের অধীন ছিল, এবং এই সময়ে গ্রীকেরা তুরস্কদিগের অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে।

গ্রীস দেশ যে কেবল দেখিতেই সুন্দর তাহা নহে, আদিমকালে গ্রীসদেশবাসিগণ পৃথিবীর প্রধান সুসভ্য

সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য ছিল। যদি কখন গ্রীসদেশে ভ্রমণ করিতে যাও, দেখিবে সহস্র২ বৎসরের শত শত নগরের ভগ্নাবশেষ আজি পর্য্যন্তও শোভা পাইতেছে। গ্রীসদেশে আথেন্স নামে একটী বিখ্যাত নগর আছে। এই নগরে মিনার্ভা দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজি পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে, তাহাকে পারথিওন কহে। এই মন্দির সত্য যুগে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত ইহার শোভা বিনষ্ট হয় নাই।

গ্রীসের আদিম অধিবাসীরা অতি সাহসী, সরল, বিদ্বান, এবং শিল্পী ছিল। ইহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে জরাক্সেস্ নামে পারস্য দেশে এক প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত লইয়া গ্রীস দেশ আক্রমণ করেন। গ্রীকেরা এ প্রকার অতুল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, যে অবশেষে জরাক্সেস্ গ্রীস জয় অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গ্রীস দেশ সম্পর্কীয় অনেকগুলি মনোরম গল্প আছে।

আমি তাহার মধ্যে তোমাদিগকে একটী গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। এক কালে গ্রীস দেশে ডেমন এবং পিথিরিয়াস্ নামে দুই ব্যক্তি বাস করিত। তাহাদিগের পরস্পরের অত্যন্ত মিত্রতা ছিল। কিছু দিবস পরে ডেমন্ কোন অপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এবং রাজা তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করেন। ডেমন্ দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সকরুণ ভাবে রাজার নিকট এই প্রার্থনা করিল, যে সে অন্তিমকালে একবার তাহার পুত্র পরিবারকে দর্শন করিবে, এবং তাহার পর পুনর্ব্বার রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া প্রাণদানে প্রস্তুত হইবে।

রাজা প্রথমে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না, কিন্তু তৎপরে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর, এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত ডেমন আপন পরিবারদিগকে দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন না করে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার বন্ধু পিথিয়স্ তাহার পরিবর্ত্তে বন্দী থাকিবে। যদি ডেমন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহার বন্ধুর প্রাণদণ্ড হইবে। পিথিয়স্ রাজার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ডেমনের স্থানে বন্দী হইল, এবং ডেমনও

পরিবারদিগকে দেখিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিল। ডেমনের পরিবারেরা কিছু দূরে ছিল এই নিমিত্ত তাঁহার যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল।

অবশেষে ডেমন গৃহে উপস্থিত হইয়া আপন পরিজনদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে ক্ষণ কালের নিমিত্ত দেখিতে আসিয়াছি। এক্ষণে আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না। কারণ, কালবিলম্ব হইলে প্রিয়বন্ধু পিথিয়সের প্রাণদণ্ড হইবে। এক্ষণে বিদায় হই। ডেমনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার পুত্র পরিবার ডেমনের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল; এবং কহিল, আমরা তোমাকে কখনই যাইতে দিব না।

এদিকে রাজা ডেমনের কাল বিলম্ব দেখিয়া ডেমন্ আর প্রত্যাগমন করিবে না, ইহাই স্থির করিলেন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে পিথিয়সকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

পিথিয়স্ বধ্য ভূমিতে নীত হইল, এবং এক উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইলে, চারিদিকে সহস্র ২ লোক উচ্চ ভূমি বেষ্টন করিল। রাজাও পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া

সেই স্থানে উপনীত হইলেন। সকলেই মনে নিশ্চয় করিল যে পিথিয়সের মৃত্যুকাল আসন্ন। ইতিমধ্যে জনতা মধ্যে মহান কোলাহল উপস্থিত হইল। তাহার মধ্য হইতে এক জন উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, আমাকে পথ দেও, পথ দেও, গমন করি। এই বাক্যশ্রবণে সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেখে যে, ডেমন্ উপস্থিত হইয়াছে, এবং তীব্রবেগে বধ্যভূমির অভিমুখে আসিতেছে। ডেমন জনতা ভেদ করিয়া মঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইল, এবং পিথিয়সের গলা ধরিয়া কহিল, আমি উপস্থিত হইয়াছি, আমি আসিয়াছি, আর তোমাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে না, আমিই এক্ষণে মরিতে প্রস্তুত আছি। রাজা পিথিয়স, এবং ডেমনের অকপট মিত্রতা দর্শন করিয়া করুণার্দ্র হইয়া কহিলেন, ভয় নাই, তোমাদিগের কাহাকেও মরিতে হইবে না, আমি তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিতেছি, এবং এক্ষণ হইতে তোমরা স্বাধীন হইলে। আপনাদের অভীষ্ট স্থানে গমন কর, এবং অকপট মিত্রতার উপমা

দেখাও। রাজবাক্যে সমস্ত লোক মহা-

কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং বন্ধুদ্বয়ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

গ্রীকেরা পুরাকালে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে কালযাপন করিয়া, অবশেষে দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, তাহারা রোমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত এবং তাহাদিগের অধীনস্থ হয়। এই সময় হইতে তাহাদিগের সমস্ত গৌরব অস্তমিত হয়, এবং গ্রীকেরা মহৎ হইতে সামান্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল।

এই অবস্থায় কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত করিয়া তাহারা তুরস্কদিগের দ্বারা আক্রান্ত এবং তাহাদিগের অধীনস্থ হয়। তুরস্কেরা গ্রীকদিগকে দাসের ন্যায় ব্যবহার করিত। অবশেষে গ্রীকেরা তুরস্কদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইল, এবং তুমুল সংগ্রামের পর যুদ্ধে জয়লাভ করিল, ও অনেক দিনের পর গ্রীসে পুনর্ব্বার স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীয়মান হইল। এক্ষণে গ্রীকেরা স্বাধীনভাবে কালযাপন করিতেছে।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

ইটালী নগর।

আমরা ভিয়ানায় এক মাস অতিবাহিত করিয়া ইটালীর প্রধান নগর রোমে উপনীত হইলাম।

রোম নগর ইটালীর একটি প্রধান স্থান। রোমে, (St. Peter's church) সেণ্টপিটার্স চর্চ্চ নামে এক ধর্ম্মালয় আছে, তাহার মত বৃহৎ অট্টালিকা পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। ইটালীর প্রধান যাজক এই প্রাসাদে বাস করেন। রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান যাজককে পোপ্ কহে, তিনিই রোমের রাজা। রোমান্ কাথলিক সম্প্রদায় পোপকে প্রায় দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন পোপ্ কোন কার্য্য অযথা সম্পাদন করেন না। কিন্তু আমি জ্ঞাত আছি, রোমের অনেক পোপ্ অতি দুষ্ট লোক ছিলেন।

রোম নগরে এবং ইটালীর অপরাপর ভাগে অনেক প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সেগুলি আজিও দেখিতে অতি মনোহর।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রোমের অধিবাসী , তৎকা-

লীন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি মধ্যে পরিগণিত ছিল। এক্ষণ পর্য্যন্তও তাহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ অবনীমণ্ডলে দেদীপ্যমান আছে। রোমে কোলিসিয়ম নামক প্রাসাদ আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। এই প্রাসাদ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোলিসিয়মের আকার একটি নাট্যশালার ন্যায়, এবং ইহার পরিসর এত, যে এই স্থানে বহুসহস্র লোকের সমাবেশ অতি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। রোমের পূর্ব্বকালের অধিবাসীরা অতি ক্ষমতাশীল ও ঋদ্ধিমন্ত ছিলেন। যুদ্ধ বিদ্যায় ইহাঁরা তৎকালে পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এক্ষণ পর্য্যন্তও পৃথিবীর কোন স্থানই রোম নগরের ভগ্নাবশেষ প্রাসাদ বা নগরের সৌন্দর্য্য অতিক্রম করিতে পারে নাই।

ইটালীতে নেপল্‌স নামে আর একটি সুন্দর নগর আছে। নেপল্‌সের নিকটেই বিসুভিয়স নামে আগ্নেয় গিরি আছে। এই পর্ব্বত হইতে অগ্নি নির্গত হইতে আরম্ভ হইলে, সহস্র সহস্র বজ্রাঘাতের ন্যায় শব্দ হইতে আরম্ভ হয়, এবং প্রভূত ধূম ও গলিত ধাতু নিঃসৃত হইয়া নিকটস্থ নগর সমূহ প্লাবিত করিয়া ফেলে।

আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে একবার এই পর্ব্বত হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া নিকটস্থ অনেক গ্রাম এবং নগর ভূগর্ভে নিহিত করে। এই সময়ে পম্পী ও হারকুলিয়ন নামে দুই নগরও বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে অতি অল্প দিবস অতীত হইল পম্পী নগরের উপরিস্থ আবর্জনা স্থানান্তরিত করাতে সম্পূর্ণ নগর ভূগর্ভ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শত বৎসর ভূগর্ভ মধ্যে ছিল, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত ইহার প্রাসাদ এবং অট্টালিকা ও রাজপথ বিনষ্ট হয় নাই।

তোমরা রোমের ইতিহাস পাঠ করিলেই ইহার প্রাচীন কালের বিবরণ সকল জানিতে পারিবে। তবে এক্ষণে এই মাত্র বলিতে পারি যে, দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন রাজ্যই রোমের সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু তাহার পরেই চিরকালের নিমিত্ত রোমরাজ্যের পতন হয়। রোম যে এক কালে অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ অট্টালিকাই আজি পর্য্যন্ত জগতে সে বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ইটালীর আধুনিক অধিবাসিগণ তাহাদিগের পূর্ব্ব-

পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহারা রোমে বাস করিতেছে সত্য, রোমের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে সত্য, প্রাচীন রোমানদিগের শোণিত তাহাদিগের শরীরে প্রবাহিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, বল, বীর্য্য, সাহস, অধ্যবসায়, সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের লোকদিগের কুসংস্কার দূর করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারাই মহাকুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া কালযাপন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি রোম নগরে জেঙ্কীন্সের সহিত বিভিন্ন হইলাম। জেঙ্কীন্স আমেরিকায় যাইবার নিমিত্ত নেপল্‌স গমন করিলেন, এবং আমি স্নুইজরলণ্ডে গমন করিলাম। ইটালীর মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম, ইটালীর অধিবাসীরা আঙ্গুর কুড়াইতেছে। তাহারা আঙ্গুরের রসে সুরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা শুষ্ক হইলে মনক্কা হয়।

অবশেষে আমি আল্পস্‌ পর্ব্বতের উপর উপস্থিত

হইলাম। আল্পস্ ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান পর্ব্বত। ইহার শিখরদেশ এত উচ্চ যে সর্ব্বদা বরফে আবৃত থাকে।

আমি ইতিপূর্ব্বে কখন অল্পেস্ পর্ব্বতে আসি নাই, সুতরাং চারি দিকের শোভা দর্শন করিতে করিতে দিবাবসান হইল। সূর্য্যকে অস্ত হইতে দেখিয়া, গন্তব্যস্থানে গমন করিতে উদ্যত হইতেছি, এমত সময়ে দেখি যে দশ বার জন লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আমাকে বেষ্টন করিল।

আমি সভয়চিত্তে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা ইটালী ভাষায় উত্তর দিল, সুতরাং আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা আর অপেক্ষা না করিয়া আমাকে ধরিল, এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়া এক ভগ্নাবশেষ প্রাসাদ দুর্গে লইয়া গেল। তাহারা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন পথ দিয়া ভূগর্ভস্থ এক গৃহে আমাকে রাখিয়া আসিল। আমি ক্ষণ কাল এই খানেই থাকিলাম। আমার পার্শ্বস্থ লোকেরা যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার একটীও বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং তাহাদিগের অভিপ্রায় জানিতেও অসমর্থ হইয়াছিলাম। অবশেষে স্থির করিলাম যে ইহারা দস্যু, আমার নিকট টাকা কড়ি যাহা আছে, তাহা অপহরণ

করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য, অথবা হয় ত আমাকে বিনষ্ট করিতেও পারে। যাহা হউক, আমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার সহিত যে দুটী পিস্তল ছিল, তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম, এবং মনে ঠিক করিলাম, যে গুরু বিপত্তির সময় ইহার সাহায্য লইব।

আমি এই সকল চিন্তায় সময়াতিপাত করিতেছি, এমত সময়ে দেখিলাম যে এক ব্যক্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র বোধ হইল, যেন ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি. এবং তাহার আকার প্রকারে অনুমান হয়, যেন এই ব্যক্তিই দস্যুদলের নায়ক হইবে। অপর কতকগুলি লোক তাহাকে বেষ্টন করিয়া, কথা কহিতে লাগিল। সে কথাগুলি আমার সম্পর্কীয়, তাহা আমি আকার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম। তাহাদিগের কথা শেষ হইলে, তিনি আমার নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং সম্মুখে আসিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। আমিও বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেখি, যে সেই ব্যক্তি আমার পূর্ব্বপরিচিত লিও, ইহাকেই আমরা সমুদ্রতরঙ্গ হইতে বাঁচাইয়াছিলাম, এবং ইহার সঙ্গেই আমি ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করি।

লিও যদিও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি কৃতঘ্ন হন নাই। তিনি তাহার পারিষদদিগকে কহিলেন, যে এই ব্যক্তি এক সময়ে আমার প্রাণদান দিয়াছে, তৎপরে আমাকে কহিলেন যে তোমার কোন ভয় নাই, আমার দ্বারা তোমার কোন অপকার হইবে না, আমি কালি প্রাতঃকালে তোমাকে গন্তব্য স্থানে পঁহুছাইয়া দিব।

পর দিবস প্রাতঃকালে লিও আমাকে সঙ্গে করিয়া অরণ্যমধ্য হইতে প্রকাশ্য রাস্তায় লইয়া গেল, এবং তৎকালোচিত বাক্যব্যয় করিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায়গ্রহণ করিয়া সত্বর প্রস্থান করিল। আমি একবার ভাবিলাম যে লিওকে দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে কহি, কিন্তু লিও ক্ষণকালও অপেক্ষা না করাতে, আমার মন্তব্য কথা বলিতে পারিলাম না। আমি সেই পথ দিয়া গমন করিতে করিতে অবশেষে সুইজর্লণ্ডের রাজধানী বারণ নগরে উপস্থিত হইলাম।

সুইজর্লণ্ডের অধিবাসীরা পর্ব্বত এবং জঙ্গলময় প্রদেশে বাস করে। এদেশের অধিবাসীরা, নিরীহ, সরল

এবং প্রীতিপ্রদ। বারণ, জেনিভা, লসেনী, এই তিনটী নগর সুইজর্লণ্ডের মধ্যে প্রধান। এদেশের কেহ রাজা নাই, আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের ন্যায় সাধারণ তন্ত্রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

সুইসেরা স্বাধীনতাপ্রিয়। কিছু কাল অতীত হইল তাহারা অষ্ট্রীয়ার অধীনস্থ হয়। তৎপরে উইলিয়ম টেল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া স্বদেশকে স্বাধীন করিতে চেষ্টা করেন। অষ্ট্রীয়ার শাসনকর্ত্তা উইলিয়ম টেলের কার্য্য সকল জানিতে পারিয়া, টেল শাসনকর্ত্তার অনুমতি পালন করেন কিনা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঁশের উপর একটী টুপি রাখিলেন, এবং সমস্ত লোককে সেই বাঁশকে প্রণাম করিতে আজ্ঞা দিলেন। উইলিয়ম টেল তাহাতে সম্মত হইলেন না। শাসনকর্ত্তা টেলের অবাধ্যতাতে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। উইলিয়ম টেল ধনুর্ব্বিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন। শাসনকর্ত্তা জেসলার তাঁহার নিপুণতা দেখিবার নিমিত্ত একটী আপেল ফল তাঁহার পুত্রের মস্তকে রাখিয়া তাঁহাকে তাহা ভেদ

করিতে কহিলেন। টেল প্রথমে ভয় হেতু কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না, কারণ যদি তাঁহার শরসন্ধান ঠিক না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রিয়পুত্র আহত হইবে। কিন্তু শাসনকর্ত্তা কহিলেন, যদ্যপি তুমি আপেল ভেদ না কর তাহা হইলে তোমার পুত্রের প্রাণ দণ্ড হইবে।

টেল অবশেষে অগত্যা আপেল ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ধনুকে শর যোজনা পূর্ব্বক তীর ছাড়িলেন। তীর তীব্রবেগে আপেল ভেদ করিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, টেলের পুত্র অব্যাহত রহিল।

এক দিবস গবর্ণর জেসলার টেলকে এক কারাগার হইতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরিত করিবার মানস করিয়া তাঁহকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেছেন, এমত সময়ে এক হ্রদ পার হইবার সময় মহা ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। জেসলার অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া সভয়ে টেলকে নৌকা চালাইতে আদেশ দিলেন। টেল স্বাভিমত প্রদেশে নৌকা বাহিতে লাগিলেন, এবং পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইয়া নৌকা ত্যাগ করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তীরে উপনীত হইয়া পর্ব্বত মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঐস্থান হইতে টেল পলায়ন করিয়া লোকালয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং দেশবাসীদিগকে স্বাধীনতাতে উত্তেজিত করিয়া শাসনকর্ত্তা জেসলারের উদ্দেশে গমন করিলেন। পরিশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর গবর্ণরকে প্রাপ্ত হইয়া টেল স্বহস্তে তাহার প্রাণবধ করেন। এই ঘটনার পরেই সমস্ত সুইজর্লাণ্ডবাসী একত্রিত হইয়া অষ্ট্রীয়ানদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। এই সময় হইতেই সুইজর্লণ্ড স্বাধীন হইল।

এক ব্যক্তির অধ্যবসায় ও যত্নে দেশের কেমন উপকার হয়, ইহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মহৎ ব্যক্তির অধ্যবসায় ও যত্ন সৎপথে প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের অসাধারণ উপকার হয়। এমন কি স্বদেশ তাহার উদ্‌যোগে স্বাধীনতার মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে পারে। আর মন্দ লোকের অধ্যবসায় ও যত্নে দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ফ্রান্স।

অতি অল্পকাল সুইজর্লণ্ডে অবস্থিতি করিয়া আ।

ফ্রান্সে গমন করিলাম, এবং দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে উপনীত হইলাম। পারিসের অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় লণ্ডনের অর্দ্ধেক হইবে। ইউরোপের সকল স্থান অপেক্ষা পারিস অতি আনন্দ-দায়ক স্থান। নগরবাসীরা সর্ব্বদাই আমোদে রত থাকে, এবং পারিসের চতুর্দ্দিক আমোদ স্থানে বেষ্টিত।

পারিসের এক স্থানে একটী কুঞ্জ বন আছে, (Elysian field) তাহাকে ইলিসিয়ান্ ফীল্ড কহে। এই স্থানে সকলে একত্র হইয়া কেহ বা অশ্বচালন, কেহ পদ চারণ, কেহ নৃত্য এবং কেহ গীত গাইয়া থাকেন। এই স্থানটী অতি মনোরম। এখানে সকলেই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। পারিসের রাজপ্রাসাদ অতি বৃহৎ, এবং চারি দিক সুন্দর উপবনে বেষ্টিত। এই উপবনে অনেক ভদ্র লোক সপরিবারে ভ্রমণ করিতে আইসেন, শত শত বালক চারিদিকে ক্রীড়া করিতে থাকে।

কিছুকাল পূর্ব্বে পারিস নগরে ব্যাষ্টাইল নামে এক কারাগার ছিল। রাজা কাহারও উপর কুপিত হইলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই স্থানে কতকগুলি

লোক প্রাণে বিনষ্ট হইত, এবং কতকগুলি ইহকালের মত তিমিরাচ্ছন্ন গৃহে আবদ্ধ থাকিত। কারারুদ্ধ ব্যক্তি-গণ যে পুনরায় আলোকের মুখ দর্শন করিবে তাহার আর কোন আশা ছিল না। যদি কখন রাজা কাহার উপর সদয় হইতেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই এই ঘোর নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইত।

এক সময়ে ফ্রান্স দেশীয় এক যুবক অনেক কালাবধি ব্যাষ্টাইল দুর্গে আবদ্ধ ছিল। সে ব্যক্তি যখন যৌবন কাল অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করে, এমন সময়ে রাজা তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন। তিনি মুক্তিলাভ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত বন্ধু ইহ কাল পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং পরিচিতের মধ্যে আর কেহই নাই। তিনিও কাহাকে চিনিতে পারিলেন না, অন্য লোকেও তাঁহাকে চিনিতে অসমর্থ হইল। কারামুক্ত ব্যক্তি চারিদিক ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার কারা-গারে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, আমি পুনর্ব্বার এই স্থানে আবদ্ধ থাকিব। কারণ পৃথিবী নূতন রূপ ধারণ

করিয়াছে। আমাকে কেহই চিনিল না, এবং আমিও কোন ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমার এই অন্ধকারগৃহই ভাল, আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল অন্ধকারেই যাপন করিব, এবং অন্ধকারেই প্রাণত্যাগ করিব।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ১৪ ই জুলাই শোড়ষ লুইসের সময় নেসনেল এসেমব্‌লী দ্বারা ব্যাষ্টাইল প্রাসাদদুর্গ সমভূমি করা হয়। শোড়ষ লুইসের রাজত্বকালে ফ্রান্সে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, শাসনপ্রণালী অতি কদর্য্য ছিল, এমন কি রাজা কোন ব্যক্তির উপর অতি সামান্য কারণে অসন্তুষ্ট হইলেই তাহাকে ধৃত করিয়া বিনা বিচারে, ব্যাষ্টাইল প্রাসাদদুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কোন কোন সময়ে কেহ বা জন্মের মত ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন গৃহে জীবন অতিবাহিত করিয়া কালকবলিত হইত।

ফ্রান্সের লোকেরা অনেক দলে বিভক্ত। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি রাজপক্ষ এবং কতকগুলি দেশীয় লোকদিগের পক্ষ। স্বদেশীয় লোকদিগের পক্ষকে নেসনেল এসেমব্‌লী কহে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১১ জুলাই রাজা নেসনেল এসে-

মব্লীর ক্ষমতা হ্রাস করিবার নিমিত্ত পারিসে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। নেসনেল দলভুক্ত লোকেরা প্রথমে রাজার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করে। কিন্তু রাজা তাহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত না করাতে সকলে একত্রিত হইয়া ব্যাষ্টাইল দুর্গ আক্রমণ করিয়া রাজার জীবন বিনাশে উদ্যত হয়।

নেসনেল এসেমব্লীর লোকেরা প্রাসাদ দুর্গ ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, তাহার পূর্ব্বদিবস সদলে হোটেল ডি, ইনভ্যালিড্স নামক স্থানে অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহের নিমিত্ত গমন করে। উক্ত স্থানের গবর্ণর নেসনেল এসেমব্লীর লোকদিগকে অস্ত্র বহনের বাধা দেওয়া দুরূহ বিবেচনা করিয়া হোটেল ডি ইন্ভ্যালিড্স (Hotel de iuvalids) দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। ডিইমণ্ট নামক একব্যক্তি উক্ত দলের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত নগরবাসীকে অস্ত্র গ্রহণ করিতে কহিলেন।

এই প্রকার ঘোষণাতে পারিস নগরবাসী সকলেই একত্রিত হইয়া রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। চারিদিক হইতে অসংখ্য সেনাদল তাহাদিগের সহিত মিলিত

হইতে লাগিল, এবং সকলেই যথাযোগ্য অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ই জুলাই প্রাতঃকালে সেনাদিগের মহাকোলাহল আরম্ভ হয়। সকলেই কহিতে লাগিল, আইস আমরা বাষ্টাইল দুর্গ অগ্রে সমভূমি করি। যদি তাহারা দুর্গ আক্রমণের প্রতিজ্ঞা করিত, তাহা হইলে কোন ক্রমেই মনোরথ পূরণে সমর্থ হইত না। কারণ বাষ্টাইলের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং তাহার নিম্নেই অগাধসলিল পরিখা সমস্ত দুর্গকে বেষ্টন করিয়াছিল। প্রত্যেক প্রাসাদের উপর দুর্জ্জয় কামান স্থাপিত ছিল, এবং সহজে যে নেসনেল এসেমব্লী বাষ্টাইল প্রাসাদ দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইত, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহারা বাষ্টাইল সমভূমি করার প্রতিজ্ঞা করাতেই অনায়াসে তাহাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল।

এই প্রকারে তাহারা বাষ্টাইল সমভূমি করণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, স্বদলে ও সশস্ত্রে গ্রেটসেণ্টএণ্টনীষ্ট্রীট দিয়া সুদৃঢ় দুর্গের সম্মুখে উপনীত হইল।

এদিকে দুর্গের গবর্ণর ডিলোনী, দুর্গ আক্রান্ত হইবার

উপক্রম দেখিয়া, সদ্ভাবচিহ্ন স্বরূপ পতাকা উড়াইলেন। পতাকা দেখিয়া প্রায় পাঁচ ছয় শত লোক একদল সৈন্য সহিত সেতুর উপর দিয়া দুর্গের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। গবর্ণর তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছ। তাহারা কহিল, অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ গ্রহণ ব্যতীত আমাদিগের আর কোন অভিপ্রায় নাই। ডিলোনী তাহাদিগকে আশ্বাস বাক্যে সেই স্থানে রাখিয়া সেতুর কপাট তুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া, প্রাঙ্গণস্থিত লোকদিগের উপর গোলাবর্ষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। দুর্গের চারি দিক হইতে ভীষণাকার কামান গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং অগ্নিমূর্ত্তি গোলা সমূহ আগন্তুক নগরবাসীদিগের উপর পড়িতে লাগিল। তাঁহাদিগের অধিকাংশই এই স্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

আক্রমণকারিগণ স্বদলস্থ লোকদিগের এই প্রকার দুরবস্থা দর্শন করিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং নগর হইতে আরও কতকগুলি সৈন্য ও কয়েকটা কামান সংগ্রহ করিয়া, অসংসাহসের সহিত দুর্গ আক্রমণ করিতে

প্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা হিউলী নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। হিলী নামক সেনাদল-ভুক্ত এক ব্যক্তি, কয়েক গাড়ী খড়, এবং ঘাস সংগ্রহ করিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিয়া অগ্নি প্রদান করেন। আগুন ভয়ঙ্কর ভাবে জ্বলিয়া উঠিল, এবং প্রভূত ধুমরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া দুর্গবাসীদিগের নেত্র প্রতিরোধ করিল, সুতরাং তাহারা আক্রমণকারীদিগের কার্য্য সমূহ দুর্গের অভ্যন্তর হইতে কিছুই দেখিতে পাইল না।

দুর্গের গবর্ণর নগরবাসীদিগকে অসংসাহসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া, এবং দুর্গ সেতুর কিয়ৎ অংশ তাহাদিগের অধিকৃত হইয়াছে দেখিয়া, প্রাসাদ দুর্গের চূড়া হইতে সন্ধিপতাকা উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু নগর-বাসীরা স্বদলস্থ লোকদিগের বিনাশে উত্তেজিত হইয়া এবং দুর্গ আক্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, সন্ধিপতাকার উপর দৃক্‌পাতও করিল না। গবর্ণর দ্বিতীয় বার পতাকা উড়াইলেন, তাহাও বিফল হইল। তখন গবর্ণর অনন্যোপায় হইয়া এই লিখিয়া পাঠাইলেন, যে যদি তোমরা যুদ্ধে নিরস্ত না হও, তাহা হইলে

আমরা দুর্গস্থ সমস্ত বাসগৃহে অগ্নিপ্রদান করিব।

আক্রমণকারিগণ এই বাক্যে আরও উত্তেজিত হইয়া দ্বিগুণতর সাহসের সহিত দুর্গ আক্রমণ করিল।

শত সহস্র দর্শক চারি দিক হইতে আগমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, এবং একজন স্ত্রীলোক সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত বামাজনোচিত কোমল স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক কামানে স্বহস্তে অগ্নি প্রদান করিল।

সৈন্যগণ দুর্গ সেতুর সম্মুখে কামান স্থাপন করিয়া দুর্গস্থ লোকদিগকে সেতু রক্ষার স্থান হইতে দূর করিল, এবং দুর্গসেতু অধিকার করিয়া লইল। গবর্ণর এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার পরের ছোট সেতুটী ভগ্ন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে, হিলী ও হিউলী, এবং মেইলার্ড নামক আর এক ব্যক্তি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ক্ষুদ্র সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়া, গবর্ণরকে নিরস্ত হইতে কহিলেন। গবর্ণরও অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া সেতুর নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন পর্য্যন্তও দুর্গস্থ লোকেরা গোলাবৃষ্টি করিতেছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভ

হইল না। নগরবাসিগন গবর্ণরকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রণজয় শব্দে কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং শত্রু-পক্ষীয় যে কেহ সম্মুখীন হইল, তাহারই প্রাণনাশে তৎ-পর হইল। ক্রমে নগরবাসী এবং তাহাদিগের সৈন্যগণ দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাসাদ দুর্গের সর্ব্বোচ্চ চূড়া হইতে আপনাদিগের জয় পতাকা উড়াইল।

যখন নগরবাসিগণ এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, ইত্য-বসরে কতকগুলি লোক গবর্ণরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কোন স্থানেই তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাইল না। পরিশেষে আরণী নামক একব্যক্তি গবর্ণরকে খুজিয়া বাহির করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করাইল, এবং হিউলী ও হিলীর সম্মুখে আনিয়া দিল। নগরবাসিগণ চারি দিক হইতে গবর্ণরকে বেষ্টন করিয়া কেহ তাহার কোট খণ্ড খণ্ড করিয়া দিল এবং অপর কতকগুলি লোকে তাঁহাকে নানা প্রকারে অব-মানিত করিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে টেম্পলীমণ্ট নামক এক ব্যক্তি অসি প্রহারে গবর্ণরের শোণিতপাত করিয়া স্বদল নির্য্যাতন জনিত ক্রোধের শান্তি করিল।

গবর্ণর হত হইলে পর, নগরবাসিগণ ডেপুটি গবর্ণরের

সহিত মিলিত হইয়া কারাগারের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া দিল। কারাবাসিগণ ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন নরক সদৃশ কারা-গৃহে ভূগর্ভস্থ কীটযোনির ন্যায় বাস করিতেছিল। অনবরত তামসী নিশার ন্যায়, অন্ধকারাবৃত গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারা দিবা এবং রাত্রির প্রভেদ বিস্মৃত হইয়াছিল। বহু দিবস হইতে অন্ধকারে বাস নিবন্ধন পার্থিব পদার্থ সমূহ দূরে থাকুক, মনুষ্যের আকৃতি পর্য্যন্ত তাহাদিগের হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়াছিল, তাহাদিগের এপ্রকার প্রত্যাশা কদাপি মনোমধ্যে উদিত হইত না যে, তাহারা আর পৃথিবীর আলোকাবৃত স্থানে প্রবেশ করিবে। সকলেই স্থির করিয়াছিল, যে এই তাহাদিগের জীবনের চরম সীমার বাসস্থান, এই স্থানেই তাহাদিগের পৃথিবীর সংস্রব বিলুপ্ত হইবে এবং এই স্থানেই তাহারা জীবন বিসর্জ্জন দিয়া পার্থিব শরীর ভূগর্ভস্থ কীটদিগকে উপহার প্রদান করিবে। কারাবাসীরা এই প্রকার নিরাশা সাগরে মগ্ন হইয়া অনন্য-মনে বাস করিতেছে, এমত সময়ে সহসা কারাগারের দ্বার চারি দিক হইতে মুক্ত হইল। মরীচিমালীর প্রখর কিরণ তীব্র বেগে গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করিল। ঘনঘটাচ্ছন্ন

তামসী নিশার বিদ্যুদালোকের ন্যায় সহসা কারাগৃহ আলোকিত হইল। কারাবাসিগণ এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে অনিষ্টাপাত শঙ্কায় প্রথমে চকিত হইয়া উঠিল, পরে আলোকের স্থিতিকাল ব্যাপক দেখিয়া সবিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। তাহারা এমন মনে করে নাই যে তাহাদিগের নরক যন্ত্রণার কাল অস্তমিত হইল, এবং সূর্য্যকিরণ সুসংবাদ বিস্তারের নিমিত্ত প্রকাশিত হইল। কারাবাসিগণ চারি দিকে মহাকোলাহল শ্রবণ করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইতেছে, এমত সময়ে নগরবাসিগণ কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের কারামুক্তি সংবাদ ঘোষণা করিলে কারাবাসিগণ মুক্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাকোলাহল পূর্ব্বক দলে দলে অন্ধকারাবৃত কক্ষ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল, তাহাদিগের কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ, পাণ্ডুবর্ণ মুখ, অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষু এবং পূতিগন্ধযুক্ত চীর বসন দর্শন করিয়া সকলেই করুণার্দ্র হইলেন এবং দুর্গ আক্রমণকারীদিগকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কারাবাসিগণ কারাগৃহ হইতে দুর্গস্থ প্রাঙ্গণে সমবেত হইলে, নগরবাসিগণ ব্যাষ্টাইল দুর্গ

সমভূমি করিয়া স্বদলে জয়বাদ্য বাজাইয়া (Hotel de villa) হোটেল ডি ভিলার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা হোটেল ডি ভিলার সম্মুখে উপস্থিত হইতে না হইতেই রাজপক্ষীয় এক দল সৈন্য সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং ডিলোনী প্রভৃতি কয়েকজন তাহাদিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

এই প্রকারে পারিসবাসীরা তিন ঘণ্টাকাল যুদ্ধ করিয়া ব্যাষ্টাইল দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দিবাবসানে পারিস নগর আনন্দসূচক চিহ্নস্বরূপ দীপমালায় শোভিত হইল।

ব্যাষ্টাইল প্রাসাদ দুর্গ সমভূমি হইবার তিন বৎসর পরে ফ্রান্সের অধিবাসিগণ পুনর্ব্বার রাজদ্রোহী হইয়া রাজা ও রাজ্ঞী এবং বহুসংখ্যক নগরবাসীকে হত্যা করে। ইহাকেই French Revolution বা ফরাসী রাজবিদ্রোহ কহে।

এই সমস্ত ঘটনার পরেই নেপোলিয়ন বোনাপার্টী আবির্ভূত হন।

ভূমধ্যসাগরের মধ্যে করসিকাদ্বীপে প্রায় শতত্তর বৎ-

সর পূর্ব্বে নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর জন্ম হয়। এই কালে পৃথিবীতে এক ব্যক্তিও নেপোলিয়নের সমকক্ষ যোদ্ধা ছিলেন না।

নেপোলিয়ন প্রথমতঃ ফরাসী দেশীয় একদল সেনার অধিনায়ক হন, তাহার পর সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে সমুদায় ইটালী দেশ অধিকার করেন। ইটালী জয় করিয়া ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরেই ফ্রান্স দেশীয়েরা তাঁহাকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। দেখ, যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টী একজন সামান্য সৈনিক পুরুষের মধ্যে গণ্য ছিলেন, এক্ষণে ফ্রান্স দেশের সম্রাট পদে অভিষিক্ত হইলেন, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া মনোহর প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। যত্ন এবং অধ্যবসায় থাকিলে মানবগণ সকল অভিলাষ পরিপূরণে সমর্থ হয়।

কিন্তু নেপোলিয়ন অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সম্রাট পদবী লাভেও সন্তুষ্ট হইলেন না, কারণ মনুষ্যের আশা কখনই একেবারে তৃপ্ত হয় না। যাহার যে পরিমাণে ঐশ্বর্য্যের

বৃদ্ধি হয়, তাহার আশাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের নিকটবর্ত্তী দুই একটী রাজ্য অধিকার করিয়া অবশেষে সমগ্র ইউরোপের অধিপতি হইবার মানস করিয়া চারি দিকে সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। নেপোলিয়ন অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, এবং অনেক বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য অধিকার করিয়া তদ্দেশস্থ নরপতিদিগকে পদানত করিয়া রাখিলেন। জগতের প্রত্যেক রাজা সভয়ে তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিতে লাগিল, এবং তিনিও উপর্য্যুপরি জয়শ্রীলাভে উল্লাসিত হইয়া ভাবিলেন, তাঁহার অদৃষ্ট আর কখনই অপ্রসন্ন হইবে না, এবং কালে তিনি সসাগরা ধরার এক ছত্র অধিপতি হইবেন। কিন্তু এই সংস্কারটী সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নহে, মনুষ্যের সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং সুখের কাল লোকের স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়।

আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নেপোলিয়ন রুসিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, এবং এই স্থানে অনেক সৈন্য ক্ষয় করিয়া, তিনি অতি সামান্য

পারিষদের সহিত ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নেপোলিয়ন স্বদেশে উপস্থিত হইয়াই উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভ হইল না। কারণ, অন্য দিক হইতে এক অভিনব বিপদ উপস্থিত হইয়া তাঁহার সৌভাগ্য সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন করিল।

নেপোলিয়ন নূতন সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন. ইত্যবসরে ইউরোপের নরপতিগণ একত্রিত হইয়া নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। নেপোলিয়ান সিংহ বিক্রমে সমগ্র নরপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই জয়লাভে সমর্থ হইলেন না। ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, প্রসিয়া, জর্ম্মনি, হলণ্ড প্রভৃতি কয়েক দেশের নরপতিগণ নবতি সহস্রেরও অধিক সৈন্যের সহিত বেলজিয়মের অন্তর্গত ব্রসেল নগরের ছয় ক্রোশ দক্ষিণ এক প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিলেন। নেপোলিয়ন বাহাত্তর হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন প্রাতঃকালে উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের সেনানায়ক ওয়েলিংটন এবং প্রসিয়ার সেনাধ্যক্ষ বুচার সেনাদিগের

তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবীর নেপোলিয়ন আপন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং রণদক্ষতার সহিত সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইয়া সেনাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। প্রথমে দুই পক্ষে কামান দ্বারা গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল, সমুদয় রণভূমি অমানিশার ন্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এমন কি কেহ আপন পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে সমর্থ হইল না।

প্রায় দুই প্রহর দুইটা পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সকলেই মনে করিল, বুঝি জয়শ্রী এবারেও নেপোলিয়নকে আশ্রয় করে। ফ্রেঞ্চ সৈন্যগণ প্রভূত রণদক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগের প্রতাপে শত্রু পক্ষীয় অনেক সৈন্য সমরশায়ী হইল। এই প্রকার যুদ্ধে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে বেলা চারিটার পর নেপোলিয়নের সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এবং বিপক্ষদলের সৈন্যেরাও ফরাসী সেনাদিগের প্রতাপে উৎপীড়িত হইয়া যুদ্ধ জয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে বিপক্ষ দলের সেনাপতিদ্বয় নেপোলিয়নের সৈনাদিগকে ক্লান্ত, এবং আপনাদিগের সৈন্যগণকে ভগ্নোৎসাহ

দেখিয়া, এক দল প্রসিয়ান অশ্বারোহী সৈন্য রণস্থলে আহ্বান করিলেন। এই সৈন্যদল সংখ্যায় প্রায় অষ্টাদশ সহস্র হইবে, এবং যুদ্ধের প্রথম হইতেই ইহারা বিশ্রাম সুখলাভ করিতেছিল। প্রসিয়ান অশ্বারোহী সৈন্য দল, রণস্থলে অবতীর্ণ হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই মহোৎসাহের সহিত রণস্থলাভিমুখে ধাবিত হইল। এক দল সৈন্য তীব্রবেগে রণস্থলাভিমুখে আগমন করিতেছে দেখিয়া দুই দলের সৈন্যগণই ভীত হইল। কারণ উভয় দলেই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত দিনের পর অপরাহ্নে পুনর্ব্বার নবোদ্দমোত্তেজিত সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া উভয় দলই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যগণ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র নেপোলিয়নের বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণ মহারবে কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহাদিগের উল্লাসধ্বনি, শত সহস্র বজ্র-নিনাদ সদৃশ কামান শব্দ ভেদ করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল, এবং নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। নবাগত অশ্বারোহী সেনাগণ রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া নেপোলিয়নের সৈন্যগণ এবং তাঁহার

জয়শ্রীকে আক্রমণ করিল। সহসা বিপক্ষ পক্ষীয় নবাগত সেনাদলদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া, নেপোলিয়ন দিনান্তে পরিশ্রান্ত সেনাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষণকাল ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তাহাতে সৈন্যক্ষয় ব্যতীত আর কোন ফল লাভ হইল না। ফরাসী সৈন্যগণ ক্ষণকাল পরেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, এবং নেপোলিয়ন ইহ জন্মের মত জয়শ্রী, অতুল ঐশ্বর্য্য, এবং সম্রাট পদবী রণস্থলে বিসর্জ্জন দিয়া সেনাদিগের সহগামী হইলেন। এই যুদ্ধেই নেপোলিয়নের সৌভাগ্যসূর্য্য পশ্চিম সাগরে অবগাহন করিল।

বিপক্ষ পক্ষীয় সেনাপতি ওয়েলিংটন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া চারি দিকে নেপোলিয়নের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না, চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কেহই নেপোলিয়নের বার্ত্তা বলিতে পারিলেন না। সকলেই মনে করিল হয় ত নেপোলিয়ন রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভূত শবরাশির মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ দেখা গেল না।

এ দিকে নেপোলিয়ন রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্র

তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং সাম্রাজ্যের সীমা ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় পলায়নের নিমিত্ত জাহাজ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সমুদ্র তীরে একখানি জাহাজ অবিলম্বে ফ্রান্সের উপকূল ত্যাগ করিবে জানিতে পারিয়া, তিনি ছদ্মবেশে জাহাজস্থ কাপ্তেনের নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানি যে ইংরাজ বাণিজ্য জাহাজ, এবং কাপ্তেনও একজন ইংরাজ, নেপোলিয়ন তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। কাপ্তেন নেপোলিয়নকে চিনিতে পারিয়া গোপনে ওয়েলিংটনকে সংবাদ দিয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে বেষ্টন করিল, এবং নেপোলিয়ন বন্দী হইলেন।

ওয়েলিংটন নেপোলিয়নকে বন্দী করাতে ডিউক, উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

আফরিকার নিকটবর্ত্তী সেণ্ট হেলেনা নামক দ্বীপে নেপোলিয়নের কারাস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল এই বিজনপ্রদেশে বন্দীভাবে কালাতিপাত করিয়া বিস্ফোটক রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। নেপোলিয়ন প্রথমতঃ সেণ্টহেলেনা দ্বীপেই সমাহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর তাঁহার সমাহিত

কবর, ফ্রান্সে নীত হইয়া সম্রাটের সমুচিত সমৃদ্ধি-সহকারে স্থাপিত হয়।

দুরাকাঙ্ক্ষাই মনুষ্যের সর্ব্বনাশের মূল। যদিও আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত মনুষ্যগণ ইহকালে মানবপদবীবাচ্য হইতে পারেন না বটে; কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইলেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা দূরে থাকুক, তাহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইবার সম্ভাবনা। দেখ, নেপোলিয়ন অতি সামান্য গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় অধ্যবসায় বলে সম্রাট পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইউরোপস্থ নরপতিগণ তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেন, এবং সকলেই মনে করিয়াছিল, যে এই বীর কালে সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু এক দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াই নেপোলিয়নের সমস্ত সুখসমৃদ্ধি আমূল উৎপাটিত হইল। যিনি ইউরোপের অদ্বিতীয় বীর, তিনি শেষকালে এক সামান্য বিজন প্রদেশে বন্দীভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। যাহার সমৃদ্ধি পৃথিবীর সমুদায় সুসভ্য স্থানকে অতিক্রম করিয়াছিল, তিনি অতি কষ্টে জীবনের উত্তরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নেপো-

লিয়ন এইরূপ অসাধারণ সহিষ্ণু ছিলেন, যে তিনি এত কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। প্রথিত আছে সেণ্টহেলেনার কারাধ্যক্ষ একজন ইংরাজ ছিলেন। নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার শত্রুতা থাকাতে সেই ব্যক্তি নেপোলিয়ানকে যথেষ্ট কষ্ট প্রদান করিত। কিন্তু নেপোলিয়ান সেই সকল কষ্ট নির্ব্বিকারে সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি কহিতেন, কিছু দিন পূর্ব্বে আমি যে সম্রাট ছিলাম, এই অভিমান আমার মানস হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমি কত শত রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছি, কত শত লোকের শোণিতে ধরা প্লাবিত করিয়াছি, শত সহস্র অবলাকে বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করিয়াছি, এবং আমাদ্বারা শত সহস্র বালক পিতৃবিয়োগে অনাথ হইয়াছে। এক্ষণে আমার এই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, আমি আর সে নেপোলিয়ন নাই। আসন্ন কালেও নেপোলিয়ান আপনার পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বেই কহিয়াছিলেন, হায়, বিষয় তৃষ্ণা, ও ধর্ম্মতৃষ্ণায় কত

প্রভেদ। আমি এবং সীজার, উভয়ে পরাক্রম দ্বারা সমুদয় জগতীতলস্থ লোকদিগকে বশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু যে ক্ষণে আমাদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইল, সেই ক্ষণেই তাহারা বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আর যীশুখ্রীষ্ট প্রেমবলে তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিয়া ক্রমে ক্রমে জগতের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এত দিনে সমস্ত জগৎ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হইত। আমরা ইহলোক হইতে তিরোহিত হইলে লোকে মনে করিবে, যে জগতের এক ধূমকেতু অস্তমিত হইল, আর আজি পর্য্যন্তও জগতের শত সহস্র লোক খ্রীষ্টের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়। আমাদিগের পতনে সকলে পুলকিত হইবে, আর খ্রীষ্টের শেষ দিন মনে করিয়া আপামর সাধারণ সকলের চক্ষু হইতেই শোকাশ্রু দরদরিত ধারায় বিগলিত হয়। কিয়ৎকাল পরেই আমাদিগের নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে, আর খ্রীষ্টের নাম জগতের প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান থাকিয়া চারি দিকে প্রতিধ্বনিত হইবে।

এই সমস্ত খেদোক্তির অল্পকাল পরেই মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্পেন ও পোর্টুগাল।

স্পেনের প্রধান নগর মাড্রিড। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। স্পেনের অধিবাসীদিগের প্রকৃতি গম্ভীর, এবং তাহারা অতি বৈরনির্যাতক। ইহারা সচরাচর তাম্রকূটের ধূম পান করিয়া থাকে। কেহ কেহ কহেন যে একজন স্পেনবাসীর মুখে, আর চিমনীতে (ধুম নির্গমনের নলে) কোন প্রভেদ নাই।

স্পেনবাসীরা অতি নিষ্ঠুর। ইহারা পশুপক্ষীদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে ভাল বাসে, এবং ইহাতে মহা আমোদ অনুভব করে। এখানে বৃষযুদ্ধই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহারা এক বিস্তীর্ণ স্থানের চতুর্দ্দিকে বেড়া দ্বারা বেষ্টন করে, এবং তাহার পার্শ্বে (Gallery) গেলারীর ন্যায় বসিয়া দেখিবার নিমিত্ত স্থান হয়। প্রাণী এবং

অপরাপর সকল লোক উপবেশন করিলে অতি উগ্রমূর্ত্তি এক বৃষকে সেই বেড়ার মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। তৎপরে এক ব্যক্তি অশ্বারূঢ় হইয়া এক হস্তে একটী বর্ষা লইয়া সেই বেষ্টিত স্থান মধ্যে প্রবেশ করে। এই লোককে এখানে (picador) পিকাডোর কহে। এই ব্যক্তি প্রথমে বর্ষার খোঁচা দ্বারা বৃষটীকে রাগাইয়া দেয়, যদ্যপি এই ব্যক্তি সহসা অশ্ব হইতে পতিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি একখান রঙ্গীন বস্ত্র বৃষের সম্মুখে প্রক্ষেপ করত তাহার মনকে পতিত ব্যক্তির উপর হইতে আকর্ষণ করে। এই ব্যক্তিকে চৌলোস কহে। এই প্রকার ক্রীড়াতে বৃষ অবসন্ন হইয়া পড়িলে, এক ব্যক্তি সশস্ত্রে রণভূমিতে উপস্থিত হইয়া, বৃষের গলদেশের শিরাতে অস্ত্রাঘাত করে, অস্ত্রাঘাতমাত্র বৃষের শোণিতে চারি দিক পরিপ্লুত হয়, এবং সকলেই চারিদিক হইতে মহাহর্ষ প্রকাশ করিতে থাকে। তৎপরে পাঁচ ছয় অশ্ব যোজিত একখানি শকটে বৃষকে উঠাইয়া জয় পতাকা হস্তে করিয়া সকলে মহা কোলাহলে তীব্র বেগে নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। স্পানিয়ার্ডরা এই প্রকার

নিষ্ঠুর ব্যবহারে মহাআমোদ অনুভব করিয়া থাকে। বালকগণ! ভরসা করি, তোমরা কদাপি এ প্রকার নির্দ্দয় আমোদে রত হইবে না।

পোর্টুগালের প্রধান নগর (Lisbon) লিস্‌বন্‌। এই নগর প্রায় নিউইয়র্কের দ্বিগুণ। পর্টুগালের অধিবাসীদিগের স্পানিয়ার্ডদিগের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। এখানে নানা প্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মদ, আঙ্গুর, এবং কমলা লেবু, পর্টুগাল হইতে এদেশে আনীত হইয়া থাকে। প্রায় অশীতি বৎসর অতীত হইল, ইউরোপে ভূমিকম্প হয়, এই ভূমিকম্প লিস্‌বনে এ প্রকার সজোরে হইয়াছিল, যে প্রায় সমস্ত অট্টালিকা ভূমিসাৎ হয়, এবং অনেক লোক প্রাণে বিনষ্ট হয়। এই সময়ে সমৃদ্ধিশালী লিস্‌বন নগর, মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছিল। পর্টুগালের অপর্টো নামক নগরে (Port wine) পোর্ট ওয়ায়িন প্রস্তুত হয়।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি তোমাদিগকে ইউরোপের সমুদয় দেশের বিব-

রণ বলিয়াছি। আমার গল্প শুনিয়া যদি তোমরা তৃপ্তি-লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে আসিয়া, আফ্রিকা, এবং আমেরিকার বিবরণ তোমাদিগকে কহিব, আর যদি, শ্রুতিকটু বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখান হইতেই ক্ষান্ত হইলাম।

এক্ষণে আমি ইউরোপ পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা-ভিমুখে প্রস্থান করিলাম। পথিমধ্যে আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। কেবল এক দিবস আমরা মন্দ মন্দ মারুতবেগে পাল তুলিয়া যাইতেছি, এমত সময়ে দেখিলাম যে, একটা কৃষ্ণবর্ণ বৃহদাকার পদার্থ সমুদ্র হইতে উচ্চ হইয়া উঠিল, তাহার মস্তক ঠিক ঘোড়ার ন্যায়, উঠিবা-মাত্র, আবার আমাদিগের জাহাজ দেখিয়া জলমগ্ন হইল। ইহাকে সামুদ্রিক সর্প কহে। আটলাণ্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরে এই প্রকার সামুদ্রিক সর্প সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়।

কিছু দিবস পরে আমাদিগের জাহাজ বোষ্টন নগরে উপনীত হইল, আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, অতি সত্বর পরিবারদিগকে দেখিবার নিমিত্ত জাহাজ হইতে অবতীর্ণ

হইলাম। গৃহে আসিয়া দেখি সকলেই কুশলে আছে। আমি প্রায় দেড় বৎসর ভ্রমণ করিয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই সময় মধ্যে আমি কত দেশ, কত দ্বীপ দর্শন করিয়াছি, কত দেশের অধিবাসীদিগের সুখ দুঃখ দর্শন করিয়াছি, কত প্রকার বিপদে পতিত হইয়াছি, এবং কত প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছি। পরমেশ্বর যে, সকল বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া জন্মভূমিতে আনয়ন করিলেন, তাহার নিমিত্ত কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোন দেশকেই বোষ্টন অপেক্ষা সুন্দর দেখিলাম না। কারণ জন্মভূমি সকল দেশ অপেক্ষা সুন্দর এবং প্রীতিপ্রদ।

পিটার পারলির ইউরোপ ভ্রমণ।

সম্পূর্ণ।

